NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বাংলায় ঝোড়ো হাতে শীতের ব্যাটিং, তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির ঘরে

মানুষের নিরাপত্তাই প্রথম, গঙ্গাসাগরের স্নানঘাটে নামছে 'লাইফবয় ওয়াটার ড্রোন' ৩

কলকাতা ৯ জানুয়ারি ২০২৬ ২৪ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.01.2026, Vol.19, Issue No. 206, 8 Pages, Price 3.00

আইপ্যাক কর্ণধারের বাড়ি-অফিসে ইডির হানা, ফাইল নিয়ে গেলেন মমতা

বেনজির প্রতীক

লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়ির বাইরে ইডির কাছ থেকে 'উদ্ধার' করা ফাইল হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে ইডির তল্লাশি চলাকালীন সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী। (ইনসেটে) আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈন।

'জনগণ জবাব দেবে হামলার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের কাঁপুনি কমিয়ে দিল রাজনীতির উত্তাপ। আইপ্যাকের অফিসে ইডির অভিযান নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কলকাতায়। এদিন সকালে আইপ্যাকের সল্টলেকের দপ্তর এবং কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে কয়লা পাচার মামলার তদন্তে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকের বাড়ি গিয়ে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তিনি আইপ্যাকের দপ্তরে গিয়েও বেশ কিছু নথি নিয়ে বেরন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওইসব তাঁর দলের নথি, তাই তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। এদিন মমতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

> **এজেন্সি লাগিয়ে আমাদের কাগজ লুট করছে। কৌশল লুট করছে। ডেটা, ভোটার, বাংলা লুট করছে। ভাষা লুট করে। শূন্যতে আসবে। প্রধানমন্ত্রী, আপনার উচিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করা। ওরা আমাদের অর্থনৈতিক কাগজ, হার্ডডিস্ক, কৌশল চুরি করেছে। বিজেপির মতো এত বড় ডাকাত দেখিনি।**
>
> —মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পথে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ সরাসরি রাস্তায় নামছেন। তিনি ৮বি বাস স্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত একটি গণজাগরণ র‍্যালির নেতৃত্ব দেবেন। র‍্যালির দুপুর ২টা থেকে শুরু হবে। কলকাতার প্রধান সড়কগুলোতে নিরাপত্তার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মমতা বলেছেন, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার ও গণতন্ত্রে আক্রমণ আর চলবে না।' র‍্যালিতে সাধারণ মানুষকে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। মমতার এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, 'বেসামরিক অধিকারের পক্ষে সরাসরি প্রতিবাদ'।

ইডির তল্লাশির মাঝে আইপ্যাক সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ির পরে বৃহস্পতিবার সংস্থার সল্টলেকের দপ্তরেও পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মমতা। তিনি জানান, তাঁর দলের নির্বাচনী কৌশলের তথ্য 'ট্রান্সফার' করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তাই তাঁর মতে ইডির এই হানা অপরাধ। তিনি আঙুল তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিকে। তাঁকে 'নিয়ন্ত্রণ' করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। তার পরেই মমতা আবার ঢুকে যান আইপ্যাকের দপ্তরে। তার আগে বলেন, 'যত ক্ষণ প্রতীক না-আসছেন, যত ক্ষণ প্রতীক এসে অফিসে সেটল না-করছেন, ততক্ষণ আমি এখানে অপেক্ষা করব।' বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ আইপ্যাকের দপ্তরে প্রতীক পৌঁছোলে প্রায় পৌনে চার ঘণ্টা পর সেখান থেকে বেরিয়ে যান মমতা। তিনি জানান, এই 'হামলার প্রত্যুত্তর' জনগণ দেবে।

সল্টলেকে আইপ্যাকের দপ্তরে বৃহস্পতিবার দুপুরে তখনও ইডির তল্লাশি চলছে। সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ির মতোই আইপ্যাকের অফিস থেকেও ফাইলের গোছা নিয়ে বেরিয়ে যান পুলিশকর্মীরা। সল্টলেকে আইপ্যাকের দপ্তর যে ভবনে রয়েছে, তার বেসমেন্টে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বলেন, 'ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে। এসআইআরের কাজ চলছে। আমার দল মানুষকে সাহায্য করছে। ফরেন্সিক দলের মাধ্যমে আমাদের কাগজ, তথ্য সব ট্রান্সফার করেছে। ভোটের কাজ চলছে। ওরা সব তথ্য ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা অপরাধ।' তিনি জানান, আইপ্যাক শুধু বেসরকারি সংস্থা নয়, সর্বভারতীয় তৃণমূলের অথরাইজড টিম। তাঁর কথায়, 'দপ্তর থেকে সব কাগজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সব টেবিল ফাঁকা। সেই নথি আবার তৈরি করার প্রয়োজন পড়লে অনেক সময় লাগত। তত দিনে ভোট পেরিয়ে যেত। এই কাজ কি ঠিক হল?' এর পরেই তিনি আঙুল তোলেন বিজেপির দিকে। তাঁর কথায়, 'বিজেপির মতো এত বড় ডাকাত দেখিনি।' আঙুল তুলেছেন ইডির দিকেও। তিনি বলেন, 'আমরা নথিভুক্ত রাজনৈতিক দল। আমরা কর দিই। অডিট হয়। প্রয়োজন থাকলে ইডি আয়কর দপ্তর থেকে কাগজ নিতে পারত। বিজেপি সবচেয়ে বড় অপরাধী। চোরেদের দল। ওরা বিজেপি-কে নোটিস পাঠায় না। ভোট এলে আয়কর দপ্তর আমাদের নোটিস পাঠায়।'

এখানেই থামেননি মমতা। তিনি বলেন, 'ভোর থেকে অপারেশন চালু করেছে। সকাল ৬টার সময়ে এখানে শুরু হয়েছে, যখন অফিসে প্রায় কেউ ছিলেন না। আমাদের সঙ্গে চিটিং করলে, জুয়া খেললে মেনে নেব না।

'আপনার বাড়িতে রেডে উদ্ধার হবে ১০০ কোটি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাকের নিউটাউন অফিসে ইডি হানা এবং আইপ্যাকের ফাইল হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ উপস্থিতি রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, বিজেপি কেন, যে কোনও লোকের বাড়িতে আপনি পাঠিয়ে দেখুন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাড়ির মতো ৫১ কোটি টাকা কোথাও পাবে না। আর আপনার বাড়িতে তল্লাশি হলে ১০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।' আইপ্যাককে রাজনৈতিক সংগঠন বলে প্রচারের বিরুদ্ধে শুভেন্দু ধারালো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। তিনি জানান, 'আইপ্যাক কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। আইপ্যাক তো কোনো রাজনৈতিক সংস্থা নয়। তাহলে ভোটার তালিকা আইপ্যাকে কেন থাকবে? এখন তারা বলছে প্রার্থী তালিকা। প্রার্থী তালিকা আইপ্যাকে কেন থাকবে? প্রার্থী তালিকা থাকবে টিএমসির পার্টি অফিসে।' তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিকে 'অনৈতিক ও অসংবিধানিক' বলে চিহ্নিত করেন।

শুভেন্দু আরও বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী ও সিপির যাওয়াকে মনে করি অনৈতিক ও অসংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধাদান, মুখ্যমন্ত্রী এই কাজ আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি পাঁচ ঘণ্টা নিজাম প্যালেসে ধর্না দিয়েছেন। এটা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে।' ইডির সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি সতর্ক করেন, এমন হস্তক্ষেপে আইনি ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যের মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে। শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তো আমার বাড়িতে সিআইডি পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রবীণ বাবা মাকে হেনস্থা করতে তিনবার সিআইডি পাঠিয়েছিলেন। আমি আটকাতে যাইনি।'

আদালত এবং গণতন্ত্রের অবমাননা, তির শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার সল্টলেকের রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সংবিধানের শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সরাসরি তদন্তকারী সংস্থার কাজকে আড়াল করা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।'

তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও হার্ডডিস্ক সরিয়ে নেওয়া প্রমাণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দুর্নীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং তারা অপরাধীদের রক্ষার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, 'কয়লা কেলেঙ্কারি থেকে হাওয়ালা পর্যন্ত তৃণমূলের একাধিক নেতা এবং প্রশাসনই জড়িত। অবৈধ খনন ও সরকারি চাকরির বণ্টন-সহ প্রশাসনের প্রতিটি স্তর তৃণমূলের ক্ষমতার অপব্যবহারে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অযৌক্তিকভাবে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন। এটি একদিকে আদালত অবমাননার শামিল, অন্যদিকে তদন্তের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও প্রমাণ লোপের চেষ্টা।' তিনি অতীতের রাজীব কুমার ও ফিরহাদ হাকিম সংক্রান্ত হস্তক্ষেপের উদাহরণও স্মরণ করিয়ে দেন, এবং উল্লেখ করেন, 'আজকের ঘটনা সেই ধারাবাহিকতার চরম প্রকাশ।'

সংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'ইডি বা সিবিআই কেন তদন্ত করছে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিষয়। বিজেপি তাদের মুখপাত্র নয়। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ তদন্তই আদালতের নির্দেশে চলছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এগুলো আটকাতে সাধারণ মানুষের ট্যাক্স ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে মামলা করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে।'

সংবাদ বৈঠকের সমাপ্তিতে তিনি বলেন, 'ফৌজদারি তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় অনধিকার হস্তক্ষেপ কোনো সুস্থ সমাজ মেনে নিতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও এই আচরণ পশ্চিমবঙ্গের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে। সাধারণ মানুষ এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করবে এবং আগামী নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটাবে।'

'নথি ছিনতাই', হাইকোর্টে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাংবিধানিক পদের অপব্যবহার করে তল্লাশির মধ্যেই নথি ছিনতাই করা হয়েছে। আইপ্যাক দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। মামলা দায়ের করতে চেয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা। অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আজ এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

রাজ্য সরকারের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তরে বৃহস্পতিবার সকালে হানা দেয় ইডি। তল্লাশি চলে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতেও। ইডির তল্লাশির মধ্যেই প্রতীকের বাড়িতে পৌঁছে যান খোদ মমতা। সেখান থেকে বেরিয়ে সল্টলেকে আইপ্যাকের দপ্তরেও যান। হাতে ফাইল এবং ল্যাপটপ নিয়ে তাঁকে বেরোতে দেখা যায়। মমতা সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ করেন, তাঁর দলের রাজনৈতিক কৌশল ছিনতাই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযানের নেপথ্যে বিজেপিকে দায়ী করেন তিনি। দাবি করেন, ইডির অভিযান অগণতান্ত্রিক এবং অন্যায়।

হাইকোর্টে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির তল্লাশি অভিযানের বিরোধিতা করে পাল্টা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল। মামলা করতে চেয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তারা। মামলা দায়েরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে করা এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে আইপ্যাক এবং ইডিকেও।

মমতার এই অভিযোগের মাঝে ইডির একটি বক্তব্য কেন্দ্রীয় সংস্থার বিভিন্ন সূত্র মারফত সংবাদমাধ্যমে পৌঁছোয়। সেখানে বলা হয়, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি এবং দিল্লির চারটি জায়গায় (মোট ১০টি জায়গায়) বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় তল্লাশি চলছে। কিন্তু সাংবিধানিক পদের অপব্যবহার করে দু'টি জায়গা থেকে নথি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর পর হাইকোর্টে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা।

ইডির বয়ান

- ■ আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় ১০টি জায়গায় তল্লাশি চলছে।
- ■ তথ্যপ্রমাণভিত্তিক এবং কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এর মাধ্যমে নিশানা করা হয়নি।
- ■ কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এর মাধ্যমে নিশানা করা হয়নি।
- ■ কোনও পার্টি অফিসে তল্লাশি চালানো হয়নি।
- ■ এই তল্লাশির সঙ্গে কোনও নির্বাচনের সম্পর্ক নেই।

ইডি সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, 'ইডির সদর দপ্তরের ইউনিট আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। অনুপ মাজি কয়লা পাচারের সিন্ডিকেট চালাতেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করে বেআইনি ভাবে কয়লা বাইরে পাঠাতেন। শান্তিপূর্ণ ভাবেই তল্লাশি অভিযান চলছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রশাসনের আধিকারিক এবং পুলিশ কর্তাদের নিয়ে সেখানে চলে আসেন এবং জোর করে নথি, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ নিয়ে চলে যান।'

ইডি আরও জানিয়েছে, তাদের তল্লাশি অভিযান তথ্যপ্রমাণভিত্তিক এবং কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এর মাধ্যমে নিশানা করা হয়নি। কোনও পার্টি অফিসে তল্লাশি চালানো হয়নি। সাধারণ আর্থিক তছরুপ মামলার বিরুদ্ধে এই অভিযান ছিল। আইন মেনে তল্লাশি চলছে।

পালটা হাইকোর্টে প্রতীকের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ইডির তল্লাশি নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। সকাল ৬টা থেকে ৯ ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। দুপুর ৩টে নাগাদ প্রতীকের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। এরপরই তাঁর পরিবারের তরফে প্রতীক জৈনের স্ত্রী শেক্সপিয়র সরণি থানায় ইডির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন। জৈন পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ি থেকে জরুরি নথি চুরি করেছে ইডি।

বৃহস্পতিবার সকালে কয়লা পাচার মামলার তদন্তে দিল্লি, কলকাতা-সহ ১০ জায়গায় তল্লাশি করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তার মধ্যে অন্যতম আইপ্যাকের কার্যালয় এবং কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি। সকাল ৬টা থেকে প্রতীকের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি থেকে কিছু ফাইল হাতে নিয়ে বেরন। অন্যদিকে, প্রতীকের পরিবারের তরফে স্ত্রী শেক্সপিয়র থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এসআইআরে প্রামাণ্য সিএএ শংসাপত্র, বিজ্ঞপ্তি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: এসআইআর-এ ভোটার তালিকা সংশোধনে এবার সিএএ সার্টিফিকেট প্রামান্য নথি হিসবে গ্রহণ করা হবে বলে জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই দেখা গিয়েছে একাধিক মতুয়ার নাম বাদ পড়েছে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে বিজেপি নেতাদের পারস্পরিক বিতর্কিত বক্তব্যে মতুয়াদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)- এর শংসাপত্র এবার এসআইআর- এর প্রামাণ্য নথি হিসেবে পেশ করা যাবে বলে জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, নাগরিকত্ব সম্পর্কিত যেকোনো নথি প্রামাণ্য হিসাবে দাখিল করা যাবে। কমিশন নির্দেশ দেওয়ার পরেই জেলায় জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের পোর্টালে বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন। তেমনই ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের চাপ বাড়িয়ে ট্রাম্পের সায় ৫০০ শতাংশ শুল্ক বিলেই

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি: রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যকারী দেশগুলির উপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে হোয়াইট হাউস। জট না কাটায় হয়নি বাণিজ্যচুক্তি। তার উপর রশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে রুশ তেল নিয়ে আরও কড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশের কথা চলছিল আমেরিকায়। এবার সেই বিলে অনুমোদন দিলেন ট্রাম্প। এই বিল পাশ হলে ভারত ও চিনের বাণিজ্য বিরাট ধাক্কা খাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, বর্তমানে নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে রাশিয়া থেকে ৭০ শতাংশ জ্বালানি তেল কেনে ভারত ও চিন।

বর্তমানে নিজ দেশের চাহিদা মেটাতে রাশিয়ার ৭০ শতাংশ জ্বালানি তেল কেনে ভারত ও চিন। এই জ্বালানি তেল ও গ্যাসের বড় গ্রাহক ব্রাজিল-সহ আরও একাধিক দেশ। মার্কিন নেতারা মনে করছেন, ভারত ও চিনের এই জ্বালানি তেল কেনা রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনের 'ব্যাক বোন' হিসেবে কাজ করছে। ফলে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে গেলে এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা জরুরি।

রিপাকলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম জানিয়েছেন, 'বেশ কয়েকমাস ধরেই বিলটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। বুধবার এই নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকেই তিনি বিলটি পাশের আনুমোদন দিয়েছেন। বিল পাশের এটিই আদর্শ সময়। ইউক্রেন শান্তিচুক্তির পক্ষে। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মুখে যুদ্ধবিরতির কথা বললেও নিরীহদের হত্যা করছেন।

খুন বিএনপি নেতা

■ বাংলাদেশে অব্যাহত রাজনৈতিক হিংসা। এবার ঢাকায় গুলি করে এক বিএনপি নেতাকে খুনের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম আজিজুর রহমান মুসাব্বির। তিনি বিএনপি-র শাখা সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ছিলেন। এদিন রাতে তেজতুরী বাজার এলাকায় আচমকা তাঁর উপর চড়াও হয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। আজিজুরকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় আততায়ীরা। এরপরই সেখান থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

নাড্ডার বজ্রকণ্ঠ

■ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কলকাতায় রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। জেলা সভাপতি, বিভাগীয় কনভেনর ও প্রবাসী কার্যকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন-বাংলায় এবার পরিবর্তন অনিবার্য। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাড্ডা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rahamat Mallick S/o. Jaynal Mallick, R/o. Bahira, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মা-এর মৃত্যু সার্টিফিকেটে (Regn. No. 314003149 dt. 04/02/2014, D.O.D-30/01/2014), এবং মা-এর ভোটার কার্ডে (being No. WB/40/188/132118), আমার মা-এর সঠিক নাম Sabila Bibi-এর পরিবর্তে Chabila Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার মা Sabila Bibi ও Chabila Bibi W/o. Jaynal Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬০৮ নং এফিডেভিট বলে Subhajit Goswami S/o. Ashish Goswami ও Sobhojit Goswami S/o. A. Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Atar Ali (old name), S/o. Sahadat Ali, R/o. Batna, Pindira, Balagarh, Hooghly-712146, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk. Atar Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Atar Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk. Atar Ali & Atar Ali S/o. Sahadat Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Nasrin Sultana.

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Runa Banerjee (old name), W/o. Ajoy Kumar Bandopadhyay, R/o. Suksanatantala, Napitpara 1 Lane, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Runa Banerjee নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Runa Bandopadhyay (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Runa Banerjee & Runa Bandopadhyay W/o. Ajoy Kumar Bandopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই জানুয়ারি, শুক্র বার, ২৪ ই পৌষ। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬০৫ নং এফিডেভিট বলে Himadri Burman S/o. Hemchandra Burman ও Himadri Barman S/o. H. Ch. Barman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮ নং এফিডেভিট বলে Samares Bhaumik S/o. Panchu Gopal Bhaumik ও Samaresh Bhowmik S/o. P. G. Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৬ নং এফিডেভিট বলে Deb Kumar Sil s/o. Siba Pada Sil ও Deba Kumar Sil S/o. Sibapada Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৭ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Das S/o. Santipada Das ও Prasanta Das S/o. S. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Barun Kumar Roy S/o. Arabinda Kumar Roy, Barun Kumar Ray S/o. Arabinda Ray ও Barun Kr Ray S/o. A. Kr. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Bilkishara Khatun, পিতা- Md. Kabir Husain, R/O- Vill- Bhabta Jahangirpara, P.O- Bhabta, P.S.- Beldanga, Dist- MSD, Pin-742134 আমার W.B.B.M.E নথিতে পিতার নাম Md. Kabir Hossain আছে। গত ইং- ০১-০৮-২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পিতা Md. Kabir Husain এবং Md. Kabir Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

রাধাকান্তপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
গ্রাম + পোষ্ট ঃ রাধাকান্তপুর, থানাঃ কালিগঞ্জ, জেলাঃ নদীয়া, পিন-৭৪১১৮১
রেজি নং-326N dated 27/05/1964

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় A.R.C. (নদীয়া তথা Returning Officer -এর আদেশনামা ২০৪৫ তাং- ০৮/১২/২০২৫ অনুসারে আমরা নিম্নস্বাক্ষরিত দুজন রাধাকান্তপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর A.R.O.- এর দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত সমবায় সমিতির সকল বৈধ সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে অদ্য ০৯/০১/২০২৬ তারিখে সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে ।এই ভোটার তালিকা দৈনিক সংবাদ পত্র ও নিম্নলিখিত স্থানে টাঙ্গানো হইয়াছে। উক্ত ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ তথ্যের উপরে সংযোজন, সংশোধন বিয়োজন বিষয়ে কাহারও কোন দাবি অথবা আপত্তি থাকিলে লিখিতভাবে আগামী ২৪/০১/২০২৬ তারিখের মধ্যে সমিতির দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার বাবু শ্রী নাজির হোসেন মল্লিক মহাশয়ের কাছে লিখিতভাবে জমা দিতে হইবে। তাহার উপরে আগামী ৩১/০১/২০২৬ তারিখে বেলা ১২ টার সময়ে সমিতর অফিসে শুনানী হইবে। শুনানীর সময়ে আবেদনকারীকে তার বক্তব্য সম্পর্কে প্রমাণাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানীর পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। নির্বাচন সম্পর্কে সমস্ত বিজ্ঞাপন সমিতির নোটিস বোর্ডে টাঙ্গানো হইবে। এব্যাপারে কোনো ওজর আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।

শ্রী মলিন চৌধুরী (C.I.)
A.R.O.
রাধাকান্তপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ।

শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী (C.D.O.)
A.R.O
রাধাকান্তপুর, সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

নাম-পদবী

আমি Tuhina Parvin, পিতা- Md. Kabir Husain, R/O- Vill- Bhabta Jahangirpara, P.O- Bhabta, P.S.- Beldanga, Dist- MSD, Pin-742134 আমার W.B.B.M.E নথিতে পিতার নাম Md. Kabir Hossain আছে। গত ইং- ০১-০৮-২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পিতা Md. Kabir Husain এবং Md. Kabir Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Bala (old name), W/o. Sudhangshu Kumar Bala, D/o. Jatish Chandra Das, R/o. 144, Shaktigarh Main Road, North Dum Dum, Birati, Nimta, North 24 Pargana-700051, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Swapan Bala নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Swapna Bala (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Swapan Bala & Swapna Bala W/o. Sudhangshu Kumar Bala, D/o. Jatish Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajoy Kumar Banerjee (old name), S/o. Kush Chandra Banerjee @ Kush Chandra Bandopadhyay, R/o. Suksanatantala, Napitpara 1 Lane, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ajoy Kumar Banerjee নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajoy Kumar Bandopadhyay (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ajoy Kumar Banerjee & Ajoy Kumar Bandopadhyay S/o. Kush Chandra Banerjee @ Kush Chandra Bandopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **MD ALLAUDDIN** son of Late Md Habib, residing at 53/B, R. K. Road, P.O. Rishra, P.S. Serampore, Dist. Hooghly, PIN-712248 declare, that Nikhat Yasmin is my daughter in all her educational documents and certificates my name is recorded as Md Alauddin as father's name and in my Voter's Card and Aadhaar Card as Md Allauddin. That Md Allauddin and Md Alauddin both are same and one identical person as per declares in Affidavit No-17073 on 17/12/2025 affirm before 1st class Executive Magistrate at Serampore, Dist. Hooghly.

CHANGE OF NAME

I, **IMRAN ZAHID** son of Wajid Hussain, residing at 11/A/6, P. K Das Lane, P.O. Rishra, P.S. Serampore, Dist. Hooghly, PIN-712248 declare that in all my educational documents and certificates my name is recorded as Imaran Zahid and in my Voter's Card and Aadhaar Card as Imran Zahid. That Imran Zahid and Imaran Zahid both are same and one identical person as per declares in Affidavit No-17074 on 17/12/2025 affirm before 1st class Executive Magistrate at Serampore, Dist. Hooghly.

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী দেবশীষ ঘোষ, পিতা- শ্রী তারাপদ ঘোষ, ঠিকানা- ভবানীপুর, পোষ্ট- শ্যামপুর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৪১০ (পঃ বঃ), আমি সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর তারকেশ্বর-এ শিক্ষানবিসি হিসাবে ল' ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি ল' ক্লার্কস লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস ষ্টেট কাউনসিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) বিনয় কুমার ওঝা পিতা- রঞ্জিত ওঝা, ঠিকানা- বৈঁচিপোতা, পোষ্ট-আনন্দনগর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৯ (পঃ বঃ), এবং ২) শ্রী সুভাষ চন্দ্র মন্ডল, পিতা- ফটিক চন্দ্র মন্ডল, ঠিকানা- নিচুপট্টি মেন রোড, পোষ্ট ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬ (পঃ বঃ), আমরা চন্দননগর আদালতে -এ শিক্ষানবিসি হিসাবে ল' ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি । আমরা ল' ক্লার্কস লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস ষ্টেট কাউনসিল শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

CHANGE OF NAME

I, **Sanjoy Basu**, **S/o Sakti Basu** residing at Krishna Thakur Road, Ghola D-Block, P.O.- Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Dist.- North 24 Parganas, Pin-700111, West Bengal, hereby declare that in my father's Aadhaar Card (No. 3905 8078 6188) and Voter Card (No. LWJ1128107) his name wrongly recorded **"Sakti Kumar Bose"** in place of **"Sakti Basu" S/o. Prankumar Bose. "Sakti Basu"** and **"Sakti Kumar Bose"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, dt. On 22.12.2025.

[illegible]

AFFIDAVIT

I, **SMT. RADHIKA MAHESWARI** D/O SHIVBABU KESHERWANI residing at 94, Buroshibtalla Main Road, P.S.- Behala, Kolkata- 700038 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Alipore, 24 Parganas (S) dated 12.12.2025 that I am known as RADHIKA MAHESWARI and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my voter ID card being no. WIE004500, my nickname REENA and my father's name SHIV BABU have been recorded. My date of birth is 22.08.1988 and my marriage with Nitesh Maheswari S/O Narayan Maheswari resident of has been registered as per the Hindu Marriage Act. RADHIKA MAHESWARI and REENA is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত দর্জিপট্টী নিবাসী সোরাব আলি মির্জা পিতা মরহুম রুস্তম আলি মির্জা দিগর ব্যক্তিগণ জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অধুনা শান্তিনিকেতন অন্তর্গত ৬৭ নং জে.এল. ভুক্ত শ্যামবাটী মৌজাস্থিত এল.আর. ৪৯৪ নং দাগের মোট ৬৬ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত আসিফ আলি মির্জা পিতা জাহির আলি মির্জা, সাকিম- দর্জিপট্টী, পোঃ ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২২ সালের ১ নং বহির ৪৩৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে আসিফ আলি মির্জা শ্যামবাটী মৌজার ৪৯৪ নং দাগের সম্পত্তি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত শ্রীনিকেতন রোড নিবাসিনী স্নেহা ঘোষাল পিতা অভিজিত ঘোষাল-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২০২৫ সালের ১২৬৬৬, ১২৮৮৩ ও ১২৮৮৪ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে। **Raghunath Dutta Advocate, Bolpur Court, Birbhum**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী পশুপতি ভড় ও ২)শ্রী ভুপেন্দ্র নাথ ভড়**, উভয়ের পিতা ৺নকুড় চন্দ্র ভড়, উভয়ের সাকিম খুঁড়িগাছি, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৮/০৮/২০০৫ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-55/2005 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রীমতী সঙ্গীতা সাউ** স্বামী শ্রী অজয় কুমার সাউ, সাকিম ৭/৬, বি.এল. মুখার্জ্জী লেন, সুগলিপাড়া, রিষড়া, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রীমতী সঙ্গীতা সাউ** মহাশয়া বিগত ইং ১৮/০৩/২০০৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-00633/2009 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **১)শ্রী অজয় কুমার সিং** পিতা ৺ঝগড় সিং ও **২)শ্রীমতী রানী সিং** স্বামী শ্রী অজয় কুমার সিং, উভয়ের সাকিম ৫সি, অমরেন্দ্র নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, মহাশয়/মহাশয়াকে **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, জে.এল. নং ২০, আর.এস. ৬০২ নং তথা হাল এল. আর ৪৯৪ ও ৬০৯/১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৫১৮ নং তথা হাল.এল.আর. ১৫১৭ নং দাগে শালি জমি ০২ কাঠা ০৬ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি, আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী অজয় কুমার সিং ও ২)শ্রীমতী রানী সিং** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২১/১০/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00373/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুরেশ কুমার সাউ** পিতা শ্রী উমা শঙ্কর সাউ, সাকিম ২৩নং সত্যজিৎ রায় সরনী, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২৪/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-01254/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রীমতী আঞ্জনি সাউ** স্বামী শ্রী সুরেশ কুমার সাউ, সাকিম ২৩নং সত্যজিৎ রায় সরনী, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়াকে উক্ত ০২ কাঠা ০৬ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী আঞ্জনি সাউ** স্বামী শ্রী সুরেশ কুমার সাউ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া, ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ্ হুগলী
মিস কেস নং- ৭৫/২০২৫
দরখাস্তকারিনী- ঝুমা দাস, নাবালিকা শ্রেয়সী দাস

উল্লেখিত দরখাস্তকারীগণ ও নাবালিকার সাং- নৈটি রোড বিশালক্ষী মন্দির, বাঁসাই, পোঃ- কানাইপুর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২২৩৪, পশ্চিমবঙ্গ ।

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারীনি ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ্ হুগলী, চুঁচুড়া আদালতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উপরিউক্ত নাবালিকার অংশ বিক্রয় করিবার জন্য তাহার অভিভাবক হিসাবে ২০২৫ সালে মিস কেস ৭৫ নং হিন্দু মাইনোরিটি গারজেনশিপ এ্যাক্ট ১৮৯০ এর ৮(২) ধারাতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যাহা উক্ত আদালতে বিচারাধীন আছে। সেকারনে জানানো যাইতেছে যে, এই উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মিস কেসের দরখাস্তের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যক্তির উপর কোনরূপ কোন আপত্তি থাকিলে তাহার নিজ অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে উক্ত মোকদ্দমাটি নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি

কানাইপুর গর্ভামেন্ট কলোনী স্কিম প্লট নং- ২৮৯, জে.এল. নং- ২, মৌজা-বাঁসাই এল.আর. সেটেলমেন্ট নং- ১১৪২/৩, দাগ নং- (এল.আর & আর.এস.)- ৯১৮/১৮৩৫, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, জমির পরিমান- ১ কাঠা ৮ ছটাক, পিন নং- ৭১২২৩৪।

দরখাস্তকারীনির পক্ষে-
জয়ন্ত দত্ত (উকিলবাবু

আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী(সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ্ চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **প্রদীপ দেবনাথ,** পিতা- প্রফুল্ল দেবনাথ, সাং- শ্রীরামপুর রোড, শ্রীরামপুর নতুন কলোনী পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, বিক্রেতা ১) সমীর ধর, ২) সঞ্জীব ধর, ৩) বিশ্বজিৎ ধর, সকলের পিতা- মাখনলাল ধর, সকলের সাং- মনিপুর বাই লেন, পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিকট হইতে গত ইংরাজী ০৩.১২.২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৬০৭ নং বিক্রয়কোবালা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীনে ৪ নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার সাবেক ৬৪ ও L.R ৩১৬ নং দাগের L.R. ৫৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৬৬০ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। ১নং ও ৩ নং বিক্রেতা নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র ঘোষ সাং- রামচন্দ্রপুর, পোঃ- বাবলারী থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ০৮.১২.২০০৬ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উক্ত বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তারগণ ১) জগন্নাথ সাধু, পিতা -ঁমুরারী মোহন সাধু, সাং- পোড়ামাতলা, পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ২) বিশ্বনাথ দালাল, পিতা- ঁযতীন্দ্র মোহন দালাল, সাং- প্রতাপনগর, পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ৩) সুবল ঘোষ, পিতা - ঁকালী ঘোষ, সাং- প্রতাপনগর ঘোষপাড়া, পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এর নিকট হইতে গত ইংরাজী ১৬.০৭.২০০৭ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.৩০ শতক ও ১ নং ও ২ নং বিক্রেতা নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, পিতা - স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র ঘোষ সাং- রামচন্দ্রপুর, পোঃ- বাবলারী থানা- নবদ্বীপ, জেলা -নদীয়া গত ইংরাজী ০৮.১২.২০০৬ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উপরিবর্নিত ক্ষমতা প্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তারগণের নিকট হইতে গত ইংরাজী ২৩.০৪.২০০৭ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬২৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ বি.এল এন্ড এল.আরও অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভূক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল এন্ড এল.আরও মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Subhas Pal, Advocate
Nabadwip Court, Nabadwip, Nadia

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **সঞ্জয় পাল,** পিতা- সুধীর পাল, সাং-সরকার পাড়া রোড, পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, বিক্রেতা ১) সুজয় দে, পিতা- স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর দে, ২) কণিকা দে, স্বামী- সুজয় দে, উভয়ের সাং-সরকার পাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজী ০৬.০৯.২০১৬ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩১৫০০০৭৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উক্ত বিক্রেতাদ্বয়ের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার সঞ্জীত ঘোষ, পিতা- বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং- সরকার পাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ০৫.০৬.২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩১৫০১৮১৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে নবদ্বীপ থানার অধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার আর.এস. ৫৫৩৯ ও এল.আর. ৮৫০৭ নং দাগস্থ এল.আর. ১৮৭৭২ নং খতিয়ান ভুক্ত ১.৬৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি দীপক মিত্র, পিতা-ঁগৌর গোপাল মিত্র, সাং- সরকার পাড়া রোড, পোঃ- ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এর নামে রেকর্ডভুক্ত রহিয়াছে। বিক্রেতা গণ দীপক মিত্র, পিতা- ঁগৌর গোপাল মিত্র এর নিকট হইতে ইংরাজী ০২.০৩.২০১২ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩১৫০০৫৯৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে খরিদ করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল. এন্ড এল.আরও, মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Subhas Pal, Advocate
Nabadwip Court, Nabadwip, Nadia

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, HOWRAH
20, Round Tank Lane, P.O. & P.S. Howrah, Dist. Howrah-711101
Office (033) 2638 0892
Case No. DC/313/CC/61/2025

SMT. SIKHA ROY, W/O. LT NISHU ROY (....Petitioner/Complainant)
-Vs-
M/S. M.S. CONSTRUCTION, C/O, CHANDAN GUPTA & ORS. (....Opposite Party)

NOTICE

To
1) M/S. M.S. CONSTRUCTION, 71/3, Bhairab Dutta Lane, P.O.- Salkia, P.S.- Golabari, District- Howrah, PIN-711106.
2) SRI CHANDAN GUPTA, Son of Sri Sanatan Prasad Gupta, 71/3, Bhairab Dutta Lane, P.O.- Salkia, P.S.- Golabari, District- Howrah, PIN-711106.

Whereas, Smt. Sikha Roy, wife of Late Nishu Roy has instituted a Complaint Case being No. **DC/313/CC/61/2025** against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **14th day of January, 2026 at 10:30 O'clock** in the forenoon in default the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on the District Commission, this **15th Day of December, 2025.**

By Order
(RASHBEHARI DAS)
Registrar
D.C.D.R.C. Howrah

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী যামিনী কান্ত ভড়, ২)শ্রী অশ্বিনী কুমার ভড়, ৩)শ্রী পশুপতি ভড় ও ৪)শ্রী ভুপেন্দ্র নাথ ভড়,** সকলের পিতা ৺নকুড় চন্দ্র ভড়, সকলের সাকিম খুঁড়িগাছি, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়গণকে বিগত ইং ১৮/০৮/২০০৫ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-55/2005 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সঙ্গীতা সাউ** স্বামী শ্রী অজয় কুমার সাউ, সাকিম ৭/৬, বি.এল. মুখার্জ্জী লেন, সুগলিপাড়া, রিষড়া, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৫/১২/২০০৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03069/2009 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **১)শ্রী রতন লাল গুপ্তা, ২)শ্রী প্রদীপ কুমার গুপ্তা ও ৩)শ্রী অজয় কুমার গুপ্তা** সকলের পিতা শ্যাম বাবু গুপ্তা, সকলের সাকিম ৪১ পশ্চিম খান পুকুর রোড, সি এম ডি স্কুল, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়গণকে **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, জে.এল. নং ২০, আর.এস. ৬০২ নং তথা হাল এল. আর ৪৯৪, ৭২৬ কৃঃ, ৬০৯/১ ও ৪৪ কৃঃ নং খতিয়ান হইতে, ১)আর.এস. ১৫১৭ নং তথা হাল.এল.আর. ১৫১৬ নং দাগে শালি জমি ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ০৩ বর্গফুট সম্পত্তি, এবং ২)আর.এস. ১৫১৮ নং তথা হাল.এল.আর. ১৫১৭ নং দাগে শালি জমি ০৩ কাঠা ০৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগ হইতে মোট ০৪ কাঠা ০৯ ছটাক ৩৩ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী রতন লাল গুপ্তা, ২)শ্রী প্রদীপ কুমার গুপ্তা ও ৩)শ্রী অজয় কুমার গুপ্তা** সকলের পিতা শ্যাম বাবু গুপ্তা, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>A2Advantage Ad Agency.</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, **মোঃ ৯১০৮১৬৩৬৩৫**

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

যুব সমাজকে শরীর চর্চার বার্তা দিতে হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে: প্রিয়াঙ্গু পান্ডে

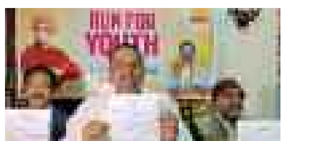

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গোটা দেশে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। লক্ষ্য, যুব সমাজকে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে আত্মনির্ভর ও দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ করা। স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ১২ জানুয়ারি কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রান ফর ইউথ অর্থাৎ 'হাফ ম্যারাথন' দৌড় প্রতিযোগিতা। ওইদিন সকালে শ্যামনগর ২৩ নম্বর রেলগেট থেকে ফিডার রোড ধরে বাসুদেবপুর মোড় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে পর্যন্ত আড়াই কিমি পথ জুড়ে হবে এই দৌড় প্রতিযোগিতা। যারা ১৬ বছরের উর্দ্ধে তাঁরাই এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে জানান, যুব সমাজকে শরীর চর্চায় বার্তা দিতে হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম স্থানাধিকারীকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা-সহ ট্রফি, মেডেল ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। তাছাড়া আরও নয় বিজয়ীকে নগদ আড়াই হাজার টাকা-সহ মেডেল ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী পাবেন ইভেন্ট টি-শার্ট ও শংসাপত্র। রান ফর ইউথের উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্গু বলেন, এই দৌড় প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্যে হল, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণদের ফিটনেস, শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক মূল্যবোধ গ্রহণে উৎসাহিত করা। প্রিয়াঙ্গুর কথায়, জ্যোতি ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য দুয়ারে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। চাকরিমুখী প্রতিযোগিতায় সাফল্যতায় ইতিমধ্যেই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য এবার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। প্রসঙ্গত, স্বামীজি বলতেন, গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজীর সেই উক্তি স্মরণে এনে প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, স্বামীজি যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। স্বভাবতই, মোবাইলে বুঁদ হয়ে পড়া যুবকদের ক্ষেত্রে স্বামীজির সেই উক্তি আজকের দিনে বড্ড প্রাসঙ্গিক। উক্ত সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে অশোক সোনি ও শঙ্কর সিং।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রতিদিন ১৮টি ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: গঙ্গাসাগর মেলা-২০২৬ উপলক্ষে ভিড় সামলাতে পূর্ব রেল প্রতিদিন ১৮টি ইএমইউ মেলা স্পেশ্যাল ট্রেন চালাবে। ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত শিয়ালদহ সাউথ, কলকাতা স্টেশন, নামখানা ও কাকদ্বীপ থেকে বিভিন্ন দিকের জন্য যাত্রা শুরু হবে। শিয়ালদহ সাউথ থেকে ছয়টি, কলকাতা স্টেশন থেকে ছয়টি, নামখানা থেকে নয়টি এবং কাকদ্বীপ থেকে একটি বিশেষ ট্রেন চলবে। শিয়ালদহ সাউথ থেকে ট্রেনগুলো ছাড়বে সকাল ৬১৫, ১০৪৫, রাত ১২০১, রাত ১২৩, রাত ২৫৫ এবং বিকেল ২৪০-এ। কলকাতা স্টেশন থেকে সকাল ৭৩৫ এবং রাত ৯৩০-এ, নামখানা থেকে সকাল ৯১০, ১১১৮, সন্ধ্যা ৬৩৫, রাত ২৫২, রাত ১২৫, রাত ১০৬, রাত ১২০৭, দুপুর ১৩৫ এবং রাত ১০১০-এ চলবে। কাকদ্বীপ থেকে একটিমাত্র ট্রেন বিকেল ২১৬-এ ছাড়বে।

১১ জানুয়ারি রোববার শিয়ালদহ ডিভিশনের ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেনগুলো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করবে। ১৪ জানুয়ারি কলকাতা-নামখানা ইএমইউ সকাল ৭৩৫-এর ট্রেন শিয়ালদহ থেকে ৮৪৫-এ যাত্রা শুরু করবে। মেলা স্পেশ্যাল ট্রেনগুলো বালিগঞ্জ, সোনারপুর, বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, নিশ্চিন্দপুর ও কাকদ্বীপে থামবে। কলকাতা স্টেশন থেকে যাওয়া ট্রেনগুলো কলকাতা-মাঝেরহাটের সব স্টেশনে থামবে। প্রশাসনের নির্দেশে ১০-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত কাশীনগর হল্টে কোনো ট্রেন থামবে না।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মানুষের নিরাপত্তাই প্রথম, গঙ্গাসাগরের স্নানঘাটে নামছে ‘লাইফবয় ওয়াটার ড্রোন’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যস্নানের ভিড় মানেই বিপুল ঝুঁকি। সেই ঝুঁকিকে প্রযুক্তির মুঠোয় আনতেই এবার এক অভিনব সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। গঙ্গাসাগরের স্নানঘাটে নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রথমবার ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ‘লাইফবয় ওয়াটার ড্রোন’। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে মেলার উদ্ধার ব্যবস্থায়।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্নানে নেমে কেউ তলিয়ে গেলে বা বিপদে পড়লে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে এই জলড্রোন। প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে কাজ করতে সক্ষম ড্রোনটি প্রতি সেকেন্ডে সাত মিটার বেগে ছুটতে পারে। ফলে মানুষের চোখে পড়ার আগেই বিপদগ্রস্ত পুণ্যার্থীর কাছে পৌঁছে উদ্ধার সম্ভব হবে বলে মনে করছেন আধিকারিকেরা।

ড্রোনটির আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য; এর বহনক্ষমতা। সর্বোচ্চ এক টন ওজন বইতে পারায় একাধিক মানুষকে একসঙ্গে উদ্ধার করা যাবে। এর সঙ্গে রয়েছে অনবোর্ড ক্যামেরা ও রিয়েল-টাইম ভিডিও ফিড। ফলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকেই গোটা পরিস্থিতি সরাসরি নজরে রেখে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করা যাবে উদ্ধার অভিযান। রাতের অন্ধকার, কুয়াশা বা প্রতিকূল আবহাওয়া; কোনও কিছুই আর বড় বাধা হবে না। জিপিএস নির্ভর নেভিগেশন ব্যবস্থার কারণে ড্রোনটি নিজে থেকেই নির্দিষ্ট পথে চলবে। ব্যাটারি চার্জ ১৫ শতাংশের নিচে নামলে বা সিগন্যাল বিচ্ছিন্ন হলে ড্রোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লঞ্চ পয়েন্টে ফিরে আসবে, যা প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমাবে অনেকটাই।

কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্নানঘাটগুলিতে এই ড্রোন মোতায়েন থাকবে। প্রশাসনের অনুমান, কুম্ভমেলা না থাকায় এ বছর গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীর সংখ্যা রেকর্ড ছুঁতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই এই বাড়তি প্রস্তুতি।

বাবুঘাটে গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের জন্য তৈরি ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

বাংলা আর প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে না
কলকাতায় সাংগঠনিক বৈঠকে নাড্ডার বজ্রকণ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কলকাতায় রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। জেলা সভাপতি, বিভাগীয় কনভেনর ও প্রবাসী কার্যকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন; বাংলায় এবার পরিবর্তন অনিবার্য।

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাড্ডা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, লাগাতার হিংসা, তোষণনীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা বাংলাকে আজ গভীর সংকটে ঠেলে দিয়েছে। তিনি দাবি করেন, শাসক দলের শাসনে রাজ্য কার্যত ভেঙে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

নাড্ডার বক্তব্যে আরও উঠে আসে সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আজ অনুপ্রবেশকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। এর দায় সম্পূর্ণভাবে বর্তমান সরকারের। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ঙ্কর সংকেত।

সভামঞ্চ থেকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বিজেপি সভাপতি জানান, বাংলা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। এবার মানুষ আর কোনো প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে না। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং সেই পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক হতে চলেছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কথা তুলে ধরে নাড্ডা বলেন, মোদীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পদ্মফুল ফোটানোর লক্ষ্যে প্রতিটি বিজেপি কার্যকর্তা পূর্ণ নিষ্ঠা ও অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছেন। নির্বাচনের আগে এই বৈঠক যে দলীয় রণকৌশল ও মনোবল দুইই আরও শানিত করল, জগৎ প্রকাশ নাড্ডার কথায়, এবার লড়াই ক্ষমতার জন্য নয়, বাংলার ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য। এই বার্তাকে হাতিয়ার করেই বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে ঝাঁপাতে প্রস্তুত গেরুয়া শিবির; এমনটাই স্পষ্ট করে দিল এদিনের বৈঠক।

নাড্ডার বৈঠকে হাজির মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকা আইপিএস!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেক সেক্টর ফাইভের এক হোটেলে তখন চলছিল রাজ্য বিজেপির বৈঠক, নেতৃত্বে সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। ঠিক সেই সময় হঠাৎ হোটেলের করিডরে দেখা মেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা বাহিনীর এক সদস্যের। তিনি হলেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (নিরাপত্তা) পদে থাকা আইপিএস সুমিত কুমার।

হোটেলের করিডরে পৌঁছেই সকলের চোখ কুঁচকে যায়। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ে, তিনি যেন নাড্ডাদের বৈঠকস্থলের দিকে এগোচ্ছেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি পিছু ফিরে, আগমনের পথে উল্টো দিকে হেঁটে বেরিয়ে যান। সাংবাদিকদের প্রশ্ন, হোটেলে কেন এসেছেন? উত্তরে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, একজনকে খুঁজতে এসেছিলাম। এটুকুই যথেষ্ট ছিল। গাড়িতে উঠে তিনি চলে যান, আর কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেন। হোটেল চত্বরে থাকা অন্য অতিথি ও সাংবাদিকদের অনুমান, সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি দেখে তিনি সজাগভাবে পথ পরিবর্তন করেছেন। তবে হঠাৎ এই আগমনের প্রেক্ষিতে রহস্য আরও ঘনীভূত হল, যে ‘খোঁজ’ আইপিএস কর্তা করেছেন, তার ধরন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

ডোমিসাইল নয়, স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণই শেষ কথা
শুনানিতে কড়া অবস্থান কমিশনের, ফের ডাক পাবেন বহু ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন ভিন রাজ্য বা বিদেশে থাকা ভোটারদের জন্য নিয়মে শিথিলতা আনল নির্বাচন কমিশন, তেমনই অন্যদিকে প্রমাণপত্রের প্রশ্নে নিল কঠোর অবস্থান। কমিশনের স্পষ্ট ঘোষণা; এসআইআর শুনানিতে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আর গ্রহণযোগ্য নয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব ভোটার বর্তমানে রাজ্যের বাইরে বা দেশের বাইরে রয়েছেন, তাঁদের কাছে যদি শুনানির নোটিস পৌঁছয়, সেক্ষেত্রে পরিবারের কোনও সদস্য উপস্থিত হলেই চলবে। তবে সেই প্রতিনিধিকে নিজের পরিচয়পত্রের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভোটারের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সঙ্গে আনতে হবে। কমিশনের এক আধিকারিকের বক্তব্যে, বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই ছাড় দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রকৃত ভোটাররা বাদ না পড়েন। কিন্তু নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও রকম ছাড় নেই। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় জমা দেওয়া ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আপাতত বৈধ প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে না। ফলে যাঁরা শুধুমাত্র এই নথির ভিত্তিতে শুনানিতে অংশ নিয়েছেন বা নথি জমা দিয়েছেন, তাঁদের ফের ডাকা হতে পারে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা জানান, এসআইআর কাঠামোর অধীনে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের স্বীকৃত স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণই গ্রহণযোগ্য। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সেই তালিকার মধ্যে পড়ে না। তাঁর দাবি, ডোমিসাইল শংসাপত্র একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইস্যু করা নথি, যা ভোটার তালিকার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়।

কমিশনের অন্দরে আরও অভিযোগ উঠেছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট সরকারি নির্দেশিকা না মেনেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে। সেই কারণেই এই নথিকে এসআইআর শুনানিতে বাতিল করার সিদ্ধান্ত। এক আধিকারিকের সাফ কথা, যে নথির বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন, তাকে প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় না।

এই সিদ্ধান্তের জেরে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নতুন করে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে এসআইআর শুনানিতে আরও কড়াকড়ি বাড়বে বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে কমিশন; স্পষ্ট বার্তা, নিয়ম শিথিল হলেও প্রমাণে কোনও আপস নয়।

সিঙ্গুরে মোদীর সভা ঘিরে ফের শিল্প বনাম রাজনীতির মুখোমুখি বাংলা
যে মাটি থেকে উত্থান, সেই মাটিতেই পতন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু’দশক আগে যে স্লোগান বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে শিল্পের স্বপ্ন এঁকেছিল; কৃষি ভিত্তি, শিল্প ভবিষ্যৎ, আজ সেই ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে। ২০০৬ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর কারখানা ঘিরে যে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল, কুড়ি বছর পর তা ইতিহাসের পাতায় আটকে থাকা এক অসমাপ্ত অধ্যায়।

ন্যানো গাড়ির কারখানাকে কেন্দ্র করে সিঙ্গুর একসময় হয়ে উঠেছিল রাজ্যের শিল্প-আশার প্রতীক। কিন্তু জমি আন্দোলন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং অনিশ্চয়তার আবহে ২০০৮ সালে প্রকল্প সরিয়ে নেয় টাটা গোষ্ঠী। সেই সিদ্ধান্তের দায় নিয়ে আজও রাজনৈতিক তরজা থামেনি। সিপিআইএম ও বিজেপির কণ্ঠে বারবার শোনা যায় এক অভিযোগ; জমি আন্দোলনের নামে শিল্পের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতেছিল তৃণমূল। এই প্রেক্ষাপটেই নতুন করে তাৎপর্য পাচ্ছে আগামী ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা। বিজেপির অন্দরমহলে স্পষ্ট ধারনা; এই সভা শুধুই রাজনৈতিক নয়, বরং অতীতের হিসাব চুকোনোর মঞ্চ। কারণ সিঙ্গুর ছেড়ে টাটা গোষ্ঠীর গন্তব্য হয়েছিল গুজরাতের সানন্দ। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই সময় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরাসরি উদ্যোগেই সেখানে বাস্তব রূপ পায় ন্যানো প্রকল্প।

এক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কথায়, সানন্দ মোদীর শিল্প-রাজনীতির মাইলস্টোন, আর সিঙ্গুর মমতার উত্থানের ভিত্তিপ্রস্তর। ২০০৪ ও ২০০৬-এ বিধ্বস্ত তৃণমূল জমি আন্দোলনের হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়ায়; ২০০৯-এর লোকসভা ও ২০১১-র বিধানসভা ভোটে যার চূড়ান্ত ফল। তবে বিজেপির দাবি, সময় বদলেছে। হুগলি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে হুঙ্কার; যেখান থেকে তৃণমূলের উত্থান, সেখান থেকেই শুরু হবে তাদের পতন। মানুষের স্বপ্ন ভেঙেছে তৃণমূল। গোপালনগর,সিংহেরভেড়ি মাঠে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে তাই উত্তেজনা শুধু রাজনৈতিক কর্মীদের নয়, সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও। কারখানার স্বপ্নে যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের চোখ আজও প্রশ্নে ভরা; এই মাটি কি আবার শিল্পের ঠিকানা হবে? ১৮ জানুয়ারির মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বাংলা, ইতিহাস, রাজনীতি আর শিল্প-স্বপ্নের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

বাংলায় ঝোড়ো হাতে শীতের ব্যাটিং, তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির ঘরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমুদ্রে গভীর নিম্নচাপ তৈরি হলেও বাংলার শীতের মেজাজে তার কোনও ছায়া নেই। উলটে, শুষ্ক হাওয়া আর পরিষ্কার আকাশে জাঁকিয়ে বসেছে শীত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের স্পষ্ট বার্তা, শীতের এই দাপট আরও কয়েকদিন চলবে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ভোর ও সকালে ঘন কুয়াশা চোখে পড়লেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝলমলে রোদ্দুর মিলবে। তবে রোদ উঠলেও ঠান্ডার কামড় কমবে না। দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত শৈত্যপ্রবাহ ও শীতল দিনের পরিস্থিতি বজায় থাকার ইঙ্গিত মিলেছে।

শুক্রবার কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে প্রায় ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি, আর সর্বনিম্ন নামতে পারে ১১ ডিগ্রির আশেপাশে। অর্থাৎ, তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও তা স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে। দিনভর শীতের অনুভূতি বজায় থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া

অফিস। আগামী দু’দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে।

এই মুহূর্তে বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমানে শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব সবচেয়ে তীব্র। পাশাপাশি হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ‘শীতল দিন’-এর সতর্কতা জারি রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে নামতে পারে এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় সাড়ে চার ডিগ্রি কম থাকবে।

কুয়াশাও বাড়তি ভোগান্তির কারণ হতে চলেছে। আগামী তিন দিন দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত দৃশ্যমানতা কম থাকবে। কলকাতা-সহ অন্য জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহবিদরা। উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা নেমে যেতে পারে মাত্র ৫০ মিটারে। সব মিলিয়ে, নিম্নচাপ দূরে থাকলেও বাংলার শীতে কোনও ঢিল নেই; কুয়াশা আর ঠান্ডার যুগলবন্দিতেই আরও কিছুদিন কাঁপবে রাজ্য।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ১২.০২.২০২৬ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
উন্নয়ন ভবন **শ্রী অর্ণব মুখার্জি এবং শ্রীমতী চৈতালী মুখার্জি,** ১২/২, কে.এন.সি রোড, বনমালীপুর পশ্চিম, জেলা পরিষদের নিকট, বারাসাত (এম), উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- পিন-৭০০১২৪ (ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতাগণ)	(১) বাস্তু জমির প্লট যার পরিমাপ ২ কাঠা ১৩ ছটাক ১৩ বর্গফুট এর মধ্যে কম-বেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক ০০ বর্গফুট; যা মৌজা- পানিহারা, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১২, আর.এস. নং ১০৮, পরগণা- আনোয়ারপুর, প্লট নং ৭/১, খতিয়ান নং ১৩৯ বর্তমানে ২৪৯৭, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৭৭-এ অবস্থিত; যা এ.ডি.এস.আর. বারাসাত, থানা- মধ্যমগ্রাম (নতুন)/ বারাসাত (পুরাতন), মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানাভুক্ত, হোল্ডিং নং ১৩৫/৮/১, পানিহারা রোড, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৩০-তে অবস্থিত। (২) বাস্তু জমির প্লট যার পরিমাপ কম-বেশি ১ কাঠা ৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট; যা মৌজা- পানিহারা, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১২, আর.এস. নং ১০৮, পরগণা- আনোয়ারপুর, প্লট নং ৭, খতিয়ান নং ১৩৯ বর্তমানে ২৪৯৫, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৭৭-এ অবস্থিত; যা এ.ডি.এস.আর. বারাসাত, থানা- মধ্যমগ্রাম (নতুন)/ বারাসাত (পুরাতন), মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানাভুক্ত, হোল্ডিং নং ১৩৫/৮, পানিহারা রোড, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৩০-তে অবস্থিত।	**১৮,৩৯,৩০৩/- টাকা** ১৪.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	৩০.০৫.২০২৫ এবং ২৮.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২০,৮৪,০০০/- টাকা এবং ২,০৮,৪০০/- টাকা**
তাতলা- শ্রী সহদেব পাল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) শ্রীমতী রিনা পাল ঘোষ (গ্যারান্টার) ঘটিগাছা, পোঃ- বৈদ্যপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া- ৭৪১২৫৬	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- ঘটিগাছা, জে.এল. নং ১৬৪, এল.আর. নং ১৬৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২২/১, এল.আর. দাগ নং ৪২১, ৪২১/৮০৭; গ্রাম- ঘটিগাছা; পোঃ- বৈদ্যপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া- ৭৪১২৫৬-তে অবস্থিত।	**৯,৭৬,০২০/- টাকা** ১৪.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০৫.০৭.২০২৫ এবং ১৫.০৯.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২৫,৪০,০০০/- টাকা এবং ২,৫৪,০০০/- টাকা**
সাজিরহাট **শ্রীমতী শ্রাবণী সরকার,** ঠিকানা- হাসপাতাল রোড,যুগবেড়িয়া, মুরাগাছা (সিটি), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১১০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমি ও ভবন যা শ্রীমতী শ্রাবণী সরকারের নামে; যা মৌজা- তেঘোরিয়া, জে.এল. নং ৩১, রে. সা. ৭৬, তৌজি নং ২০৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৪, থানা- ঘোলার অধীনে এবং এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুরের আওতাভুক্ত বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১১০-তে অবস্থিত।	**৪,৩৪,১২৪/- টাকা** ১৪.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০২.০৭.২০২৫ এবং ০৪.১১.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**১২,০৯,০০০/- টাকা এবং ১,২০,৯০০/- টাকা**
বসিরহাট **শ্রী সঞ্জয় বল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) শ্রীমতী সোনালী বল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** গ্রাম- কলেজ পাড়া নবপল্লী, চাঁপাপুকুর রোড, পোঃ- বসিরহাট কলেজ, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪১২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট যা মৌজা- ভাটরা, জে.এল. নং ৩৮, রে. সা. নং ২২৪, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৫১-এর অধীনে ২৫২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৮৬৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১২/১-এ অবস্থিত; যার ঠিকানা ১৬৯, নিবেদিতা রোড, ফ্ল্যাট নং ৭, ২য় ফ্লোর, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিক, প্রেমিসেস নং ১৬৯, পোঃ- নবপল্লী, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৬, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা; ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট (টাইটেল ডিড নং আই-১৯০৪-০৯৫৪৩/২০১৬)।	**২৫,২২,৯২৬/- টাকা** ১৪.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	১৭.০৭.২০২৫ এবং ০৮.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**৩৮,৭৪,০০০/- টাকা এবং ৩,৮৭,৪০০/- টাকা**
নোকারি **উৎসব বিশ্বাস** বাঁশতলা পাড়া, ধানতলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২০২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক প্লট ও ভবন যা মৌজা- ধানতলা, জে.এল. নং ৬৭, প্লট নং ৬২৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬১৫-এ অবস্থিত; জমির পরিমাণ ০.০৪ একর বা ৪ ডেসিমেল; যা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গের অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী উৎসব বিশ্বাসের নামে (টাইটেল ডিড নং ২৫২২/২০২০)।	**২৯,৮০,৩৬২/- টাকা** ১৪.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	৩০.০৭.২০২৫ এবং ১৩.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**৩১,৭০,০০০/- টাকা এবং ৩,১৭,০০০/- টাকা**
চাকদহ **শ্রী দীপঙ্কর সরকার, শ্রীমতী সোমা সরকার ভট্টাচার্য** গ্রাম- মিস্ত্রিপাড়া, জয়কৃষ্ণপুর, পোঃ ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন যা মৌজা- পালপাড়া, জে.এল. নং ৩৫, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ২০৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৮৬, শ্রেণি- বাড়ি, ফ্ল্যাটের নাম- সান্নিধ্য রেসিডেন্সি ও কমার্শিয়াল ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট; ফ্ল্যাট নং ৩বি (উত্তর-পশ্চিম কোণ) এবং ৩সি (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ), ৩য় ফ্লোর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া- ১০২৫, মোট জমির পরিমাণ ৬.৩৩ ডেসিমেল; যা চাকদহ পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ০১, হোল্ডিং নং ১৪৩৬/১, পালপাড়া স্টেশন রোড (পূর্ব), পোঃ ও থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২-তে অবস্থিত (টাইটেল ডিড নং ১-১০৮০৪/২০২২ এবং ১-১০৮০৫/২০২২); ফ্ল্যাট ৩বি-এর এরিয়া ১০২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), ৭১৭.৫০ বর্গফুট (কভারড এরিয়া); ফ্ল্যাট ৩সি-এর এরিয়া ৮০৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), ৫৬৫.৬০ বর্গফুট (কভারড এরিয়া)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি-** ফ্ল্যাট ৩বি- উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং ৩সি, পূর্বে- করিডোর/সিঁড়ি ও ফ্ল্যাট নং ৩ডি, পশ্চিমে- খোলা আকাশ। ফ্ল্যাট ৩সি- উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ৩বি, দক্ষিণে- খোলা আকাশ, পূর্বে- করিডোর ও সিঁড়ি ও ফ্ল্যাট নং ৩ডি, পশ্চিমে- খোলা আকাশ (বন্ধকদাতাগণ- শ্রী দীপঙ্কর সরকার ও শ্রীমতী সোমা সরকার ভট্টাচার্য)।	**৪৮,৬২,২১৯/- টাকা** ১৪.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০৮.০৫.২০২৫ এবং ২৭.০৮.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২৭,৫৬,০০০/- টাকা এবং ২,৭৫,৬০০/- টাকা**
বনগাঁ **শ্রী সমিরুল সরদার (সহ-ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতী জরিনা বিবি, পিতা- আলিবুদ্দিন সরদার** দক্ষিণ বেনা, বাদুড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪০১	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- বাদুড়িয়া, মৌজা- বেনা, জে.এল. নং ২০, খতিয়ান নং ৩০৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪৬৫, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৪৫০৩, গ্রাম ও পোঃ- বেনা, পিন ৭৪৩৪০১, চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত; মোট এলাকা ৫.৩৩ ডেসিমেল যার মধ্যে ৮৪৫ বর্গফুটের একতলা আবাসিক ভবন অন্তর্ভুক্ত (ডিড নং আই-৬৫৩১ তারিখ ১৪/০৭/২০১৭, ডি.এস.আর. ৩ উত্তর ২৪ পরগণা বারাসাত)। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি-** উত্তরে- নাসিরুদ্দিন সরদারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ১০ ফুট সাধারণ রাস্তা ও ৪৫০৫ নং প্লট, পূর্বে- এলাউদ্দিন সরদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৪৪৮৭ নং প্লট।	**৯,৮২,৬৬৩.১৪/- টাকা** ০৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০৫.০৫.২০২৫ এবং ৩০.০৭.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**১২,৭৬,০০০/- টাকা এবং ১,২৭,৬০০/- টাকা**
সিলিন্দা **মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স (স্বত্বাধিকারী- জয়ন্ত ঘোষ), গ্যারান্টার শ্রী সঞ্জয় কুমার ঘোষ, পিতা- মহাদেব ঘোষ** চাকদব, দরপুর, সিলিন্ডা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২৩	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- দরাপুর, জে.এল. নং ১৭৩, আর.এস. ও এল.আর. খতিয়ান নং ৫০৬, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২১৯, এলাকা ৬.২৫ ডেসিমেল; যা হিংনরা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা ও ব্লক- চাকদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২৩-এর অধীনে **শ্রী জয়ন্ত ঘোষের নামে অবস্থিত। চৌহদ্দি-** উত্তরে- পারিবারিক অংশীদারিত্বের পুকুর, দক্ষিণে- সহদেব ঘোষের বাড়ি, পূর্বে- সমরজিৎ মন্ডল, পশ্চিমে- নিরাপদ বিশ্বাস।	**১৫,০৯,৩০১.৪৯/- টাকা** ০৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	২১.০৪.২০২৫ এবং ২৫.০৬.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**১৪,৩৯,০০০/- টাকা এবং ১,৪৩,৯০০/- টাকা**
মধ্যমগ্রাম **শ্রী গৌতম রায় এবং শ্রীমতী চন্দ্রমণি রায়** নিউ খুলনা পল্লী ৩য় লেন, সঙ্ঘ মিত্র ক্লাবের নিকট, মধ্যমগ্রাম চণ্ডীগড়ি, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ২ডি (উত্তর-পশ্চিম মুখী) যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৯৫ বর্গফুট এবং এটি ২য় ফ্লোরে অবস্থিত; সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৬০ বর্গফুট কভারড এরিয়ার একটি কার পার্কিং স্পেস নং জিএফ (উত্তর-পশ্চিম দিক); যা ‘গীতাঞ্জলি প্লাজা’ নামক একটি পাঁচ তলা (জি+৪) আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে অবস্থিত, যা ৬ কাঠা ৬ ছটাক ০ বর্গফুট জমির ওপর নির্মিত; ঠিকানা- হোল্ডিং নং ৩৮৮, বঙ্কিম পল্লী (পূর্ব), ওয়ার্ড নং ১০, মধ্যমগ্রাম এফপি স্কুলের নিকট, মৌজা- দোহাড়িয়া, জে.এল. নং ৪৫, এল.ও.পি. নং ৫২৮এ এবং ৫২৮বি, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৪৬, ২৪১, ৮৬৪, ৮৬১, ৮৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ৫২৪০ থেকে ৫২৪৫ এবং ৫২৯৫, সি.এস. প্লট নং ৭০৭(পি) ৭০৮(পি), আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭০৭/২২৩৪ এবং ৭০৮/২২৩৭, পোঃ- মধ্যমগ্রাম, থানা- মধ্যমগ্রাম (পূর্বে বারাসাত), পিন-৭০০১২৯, উত্তর ২৪ পরগণা। টাইটেল ডিড নং ৪৪৯৯/২০২৩। **চৌহদ্দি-** উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- সিঁড়ি ও লিফট, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ২এ, পশ্চিমে- খোলা আকাশ।	**৩৫,৫২,৫৪৪.৪৮/- টাকা** ১১.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০৫.০৫.২০২৫ এবং ১১.০৮.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২৩,০৩,০০০/- টাকা এবং ২,৩০,৩০০/- টাকা**
নাগেরবাজার **শ্রী সুরজিৎ রায় পিতা- অরুণ রায়** ৭০ পি কে গুহ লেন, পোঃ- দমদম, শহর- উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)- ৭০০০২৮	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট যা মৌজা- গাড়ুই, জে.এল. নং ১৬, রে. সা. ২৪, তৌজি ১১৮৮/১, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৮৫-ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ২৭২-এ অবস্থিত; যা এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮১, ১২৩৫, ১১০১, ১৮৭৮, ১৯৮৭ ও ৯৭১-ভুক্ত এল.আর. দাগ নং ৫৫৮ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৭৪৬/১-এর অনুরূপ; মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৮৭, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০৬৫; যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড এবং এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার অধীনে অবস্থিত। **মূল সম্পত্তির চৌহদ্দি-** উত্তরে- অপরেশ সিনহার বাড়ি, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পশ্চিমে- শশধর রায়ের বাড়ি। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি- উত্তরে- খোলা আকাশ, দক্ষিণে- অন্য ফ্ল্যাট, পূর্বে- সিঁড়ি ও সাধারণ করিডোর এবং লিফট, পশ্চিমে- খোলা আকাশ।	**১২,৪৫,১২২.০৮/- টাকা** ০৮.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০৪.০৮.২০২৫ এবং ০৮.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**১৩,৩৩,০৬৩/- টাকা এবং ১,৩৩,৩০৬/- টাকা**
খাঁটুরা **একুয়া দৃষ্টি পিউরিফায়ার ওয়াটার স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী ঝুমা সাহা, স্বামী- তারক সাহা** গ্রাম- সুভাষনগর মিডিয়া, পোঃ- খাঁটুরা, শহর- খাঁটুরা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা- ৭৪৩২৭৩	জমি ও ভবন যা শ্রীমতী ঝুমা সাহা, স্বামী- তারক সাহার নামে; জমির পরিমাণ কম-বেশি ০৬ কাঠা যার ওপর ১৮৭৪ বর্গফুটের একতলা আরসিসি কাঠামোর কারখানা ভবন অবস্থিত; যা মৌজা- টেপুল, জে.এল. নং ০১, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৫৮, আর.এস. ও এল.আর. খতিয়ান নং ১৪১৫, টেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- সুভাষনগর, পোঃ- মিডিয়া, থানা- স্বরূপনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৭৩-এ অবস্থিত। **চৌহদ্দি-** উত্তরে- বিনয় ভূষণ দের সম্পত্তি, দক্ষিণে- যাতায়াতের পথ, বিশ্বনাথ দাস অতঃপর ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে- বিনয় ভূষণ দে ও অসিত দের সম্পত্তি, পশ্চিমে- মনোজ দাস, গীতারাণী চক্রবর্তী ও অন্যদের সম্পত্তি।	**১৭,৬৭,৬১২.২৬/- টাকা** ২১.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ীএবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০১.০৯.২০২৫ এবং ২১.১১.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২৬,০৭,০০০/- টাকা এবং ২,৬০,৭০০/- টাকা**
সাজিরহাট **শ্রী সৌম্যদীপ দত্ত** মধুসূদন কমপ্লেক্স, ৬১ এস এন ব্যানার্জি রোড, ব্যারাকপুর- ৭০০১২০	স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ই স্বতন্ত্র ও মার্বেল ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সম্পন্ন আবাসিক ফ্ল্যাট (দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী) এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ কমবেশি ৮৮০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া); যা ‘আপনজন অ্যাপার্টমেন্ট’-এর ব্লক ‘এ’-এর চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত; হোল্ডিং নং ৪৭১/৫/বি, পানিহাটি পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ড, মৌজা- আগরপাড়া, জে.এল. নং ১১, রে. সা. নং ৩১, তৌজি নং ১৫৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫ এবং ৩০৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩২, ১২০৯, ১২২২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৬৭, ১০৬৯, ১০৭১, ১০৭২-ভুক্ত; হোল্ডিং নং ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, বি.টি. রোড, পোঃ- আগরপাড়া, থানা- খড়দহ, কলকাতা- ৭০০১১৪, এ.ডি.এস.আর. অফিস ব্যারাকপুর-এর অধীনে (টাইটেল ডিড নং আই- ১৫০১০৬৯৯২/২০২২ তারিখ ২৯.০৭.২০২২)। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তরে- আলাপন উৎসব ভবন এবং হিমাদ্রি রায়ের বাড়ি, দক্ষিণে- বাগড়ি মিলসের জমি, পূর্বে- বি.টি. রোড এবং মসজিদ, পশ্চিমে- অন্যদের জমি ও বাড়ি।	**২৪,২৫,৫৭৫.০৫/- টাকা** ১২.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ীএবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও চার্জ।	০৭.১০.২০২৫ এবং ১২.১২.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২৮,০৩,০০০/- টাকা এবং ২,৮০,৩০০/- টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল “**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**” প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com/** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ১২.০২.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৯.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com/ -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১-৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ “**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**”, “**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**” এবং “**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**” বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে** (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) ই-ব্যাঙ্কনেট -এর উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ১২.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫% জমা দিতে হবে, বিক্রয় বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।**
(৯) **ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ % অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কার্যকালে) আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।**
(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১১) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যে কোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।
(১৪) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ০৯.০১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

নীতীশ, আপ থেকে ডিএমকে, অব্যাহত ইন্ডিয়া জোটের রক্তক্ষরণ

আইএনডিআইএ। যোগ করলে হয় 'ইন্ডিয়া'। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। সাধ করে নাম দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের নামে জোট গড়েছিলেন মোদী বিরোধীরা। কিন্তু চব্বিশের ভোটে গো-হারা হেরে আপাতত ছত্রখান মোদি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। জোটের অন্যতম হোতা নীতিশকুমার সেই কবে জোট ছেড়ে এখন বিজেপিকে নিয়েই বিহারে সরকার চালাচ্ছেন। আর এক দল আম আদমি পার্টি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলও দিল্লির নির্বাচনের আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোট ছেড়েছে। এবার ফের বড়সড় ভাঙনের মুখে মমতাদের সাধের ইন্ডিয়া জোট। উত্তরের পর এবার দক্ষিণ। তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকেও নাকি এবার জোট ছাড়তে চলেছে। হারাধনের দশটি ছেলের গল্পের মতই দশা এখন এই জোটের। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, নিয়ম, নীতির তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন নিয়ে কোনও জোট গড়লে যা পরিণতি হওয়ার কথা তাই হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের। তামিলনাড়ুতে বিজেপি বিরোধী দুই দল ডিএমকে এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটে আসন রফা নিয়ে টানাপড়েন চলছে বেশ কিছু দিন ধরেই। পরিস্থিতি যেখানে গিয়ে ঠেকেছে। তাতে এখন দু'দশকের পুরনো সমঝোতা টিকলে হয়। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর বলছে, ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে মাত্র ৩২টি আসন ছাড়তে চায় স্ট্যালিনের দল। ভোট পরবর্তী ক্ষমতা ভাগাভাগিতেও কংগ্রেসকে রাখতে নারাজ তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ু কংগ্রেসের বড় অংশই ডিএমকে ছেড়ে চিত্রতারকা বিজয়ের নতুন দল তামিলাগা ভেটরি কাজাগম বা টিভিকে-এর সঙ্গে জোটে আগ্রহী। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের হিসাব বলছে অন্তত ৪০টি আসনে জেতার মতো অবস্থায় রয়েছে দল। এই অবস্থায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তামিলনাড়ুতেও ইন্ডিয়া জোটের আয়ু শেষ হতে চলেছে।

শব্দছক ৩৮

রবি দাস

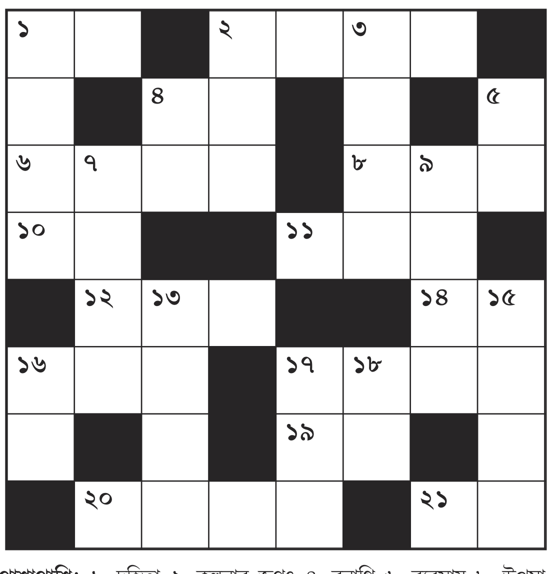

পাশাপাশি: ১. দুহিতা ২. কল্পনার জগৎ ৪. বনাগ্নি ৬. ব্যবসায় ৮. উপমা ১০. শোণিত ১১. মুন্নার-খ্যাত দক্ষিণী প্রদেশ ১২. বাতাস দেওয়া ১৪. ললাটের ফোঁটা ১৬. জলপূর্ণ ১৭. শিবের রুদ্র রূপ ১৯. পাট থেকে উৎপন্ন বস্ত্র ২০. প্রায় জনহীন ২১. পৃথিবী

ওপর-নিচ: ১. কামার ২. গোর ৩. লোভময়ী ৪. শতরঞ্জ খেলা ৫. বারণ ৭. যে অসুরের প্রতি রক্ত ফোঁটায় সুর জন্মায় ৯. তিলক ১৩. সিকিমে জাত নদী দার্জিলিং জেলা দিয়েও প্রবাহিতক ১৫. দেওয়ালে চুন-সুরকী বা বালি-সিমেন্টের প্রলেপ ১৬. মিত্র ১৭. হঠাৎ মোচড় লাগা ১৮. ... বসেছে শুক্রবারে বক্সীগঞ্জে পদ্মাপাড়ে

সমাধান ৩৭ — পাশাপাশি: ১. কামনা ৩. গগন ৫. নাপিত ৬. গজৎ ৮. কানন ১০. বরা ১২. বাছবিচার ১৪. রবির কর ১৬. কবি ১৭. বিকল ১৯. নীর ২১. তদ্বির ২২. সারান্ডা ২৩. হকার

ওপর-নিচ : ১. কালকা ২. নানান ৩. গতবছর ৪. নগ ৭. জব্বর ৯. নবাবি ১১. রাবি ১২. বাকবিতন্ডা ১৩. চাতক ১৪. রজনী ১৫. রক ১৭. বিরহ ১৮. লস্কর ২০. রসা

আজকের দিন

■ **১৯১৫ —** মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন, এই দিনটি এখন প্রবাসী ভারতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

■ **১৯১৬ —** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী গ্যালিপোলি উপদ্বীপ থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ সম্পন্ন করে।

■ **২০০৭—** স্টিভ জবস প্রথম প্রজন্মের আইফোন উন্মোচন করেন।

জন্মদিন

১৯৩৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহেন্দ্র কাপুরের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রহ্মনম জয়শঙ্করের জন্মদিন।*

২০০০ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট হিমা দাসের জন্মদিন।*

মহেন্দ্র কাপুর

সাড়ে ছয় লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক সরকারিভাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন: অভিষেক

টোল-ফ্রি নম্বর ঘোষণা, রাজ্যে কাজের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে এবার সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদায় এসে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বিজেপি ও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে একাধিক অত্যাচার ও নৃশংসভাবে মেরে ফেলার বর্ণনা শুনলেন পরিবারগুলির কাছে। রীতিমতো পরিযায়ী শ্রমিকদের এই অত্যাচারের কথা শুনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে 'আবর্জনা' আখ্যা দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার ডাক দিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঙ্গা এলাকার একটি খেলার মাঠে 'আবার জিতবে পরিযায়ী শ্রমিক' নামক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই জেলার প্রায় তিন হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন সাংসদ মঞ্চে ৯ জন অত্যাচারিত পরিযায়ী শ্রমিককে সামনে রেখেই বিজেপি ও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে তাদের ওপর ঘটে যাওয়া নানান ভয়াবহতার কথা বর্ণনা শোনেন। এদিন প্রথমে ১টা নাগাদ তিনি মঞ্চ প্রবেশ করেন। সেখানে সাম্প্রতিক কালে ভিন রাজ্যে আক্রান্ত শ্রমিকদের মঞ্চে রেখে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা শোনেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কালিয়াচকের আমির শেখ। যাকে পুষ ব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে বক্তব্যের শুরু থেকেই চাঁচাছোলা ভাষায় বিজেপি এবং কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ করেন

তিনি। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুনকে তোপ দাগেন। ব্রিগেডে প্যাটিস-কাণ্ড নিয়ে সরব হন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মালদা ও মুর্শিদাবাদের মানুষকে বোকা ভাববেন না।' মূলত পরিযায়ী ইস্যুকেই হাতিয়ার করেন মালদা ও মুর্শিদাবাদের জন্য। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও কংগ্রেস জেতার পরেই মানুষকে হয়রানি হতে হচ্ছে এমনটা অভিযোগ করেন তিনি। কংগ্রেসের নেতারা কোথাও সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ তোলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এই মাটিতেই কর্ম সংস্থান হবে। ভিন্ন রাজ্যে কোনও পরিযায়ী শ্রমিককে আর কাজে যেতে হবে না। যেখানে ভাগ, বিজেপির লাভ। বাংলায় তৃণমূল বিজেপিকে ভেঙে দিচ্ছে। কিন্তু অন্য রাজ্যে উলটো হচ্ছে।' এদিন প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বলেন, '১৭ জানুয়ারি মালদার যে মাঠে প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন। ফেব্রুয়ারিতে আমি সেই মাঠেই পালটা সভা করব।' শুভেন্দু, সুকান্ত, খগেন মুর্মুর সঙ্গেই এক সারিতে রেখে ইশা খান ও অধীর চৌধুরীদেরও নিশানা করেন।

এদিন মঞ্চে উপস্থিত রাজস্থানে অত্যাচারিত পরিযায়ী শ্রমিক তথা কালিয়াচকের বাসিন্দা আমির শেখ কিভাবে তাঁকে অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল এবং রাজস্থানের পুলিশ তাঁকে জেলে কিভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল, সে কথাও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে তুলে ধরেন। একই সঙ্গে রাজস্থানের কয়েক বছর আগে নৃশংসভাবে খুন হওয়া কালিয়াচকের আফজুলের স্ত্রী ও নাবালক সন্তান মঞ্চে বসেছিলেন। তিনি ও তাঁর অসহায়তার কথা তৃণমূল সাংসদদের সামনে তুলে ধরেন। এদিকে যখন মঞ্চে সাংসদ বক্তব্য রাখ ছিলেন, ঠিক সেই সময় চাঁচলের এক অত্যাচারিত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিভাবে তাঁর স্বামীকে বিজেপি শাসিত ওড়িশা রাজ্যে মারধর করে বিকলাঙ্গ করা হয়েছে। সেই কথা শোনা মাত্রই ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাবালক ছেলের মাধ্যমিক পড়ার পর উচ্চশিক্ষা এবং ভবিষ্যতে চাকরির আশ্বাস দেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ অভিষেক আরও বলেন, 'এখানে আজকে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপস্থিতিতে সভায় যোগ দিয়েছি। পরিযায়ী শ্রমিকেরা কিভাবে বাইরে গিয়ে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে সে কথাও শুনেছি। এবার থেকে মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর এবং অ্যাপ চালু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে সাংসদ সেই মোবাইল নম্বর ঘোষণা করেন (নম্বরটি হল ৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭)। ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে কোনও সমস্যা এই নম্বরে ফোন করলেই দ্রুত সমাধান মিলবে। পাশাপাশি যারা সরকারিভাবে শ্রমিক হিসাবে নথিভুক্ত করেছেন, তাদেরকেও সাংসদের ব্যক্তিগত অফিস থেকে ফোন করে নানান সুবিধা অসুবিধা কথাও জানা হবে। এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক সরকারিভাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। যারা কাজ হারিয়েছেন, তাদেরকে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার।' যদিও এদিন 'আবার জিতবে পরিযায়ী শ্রমিক' মঞ্চ থেকে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় সকলকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন। সবশেষে তিনি ৫ জন শ্রমিকের লিখিত সমস্যার উত্তর দেন। তারপর অত্যাচারিত কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করে কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান অভিষেক।

প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সিঙ্গুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত সিঙ্গুর বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলে মনে করে থাকেন অনেকে। সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো গাড়ি কারখানা নির্মাণের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এক সময় গর্জে উঠেছিলেন এলাকার মানুষ। ধীরে ধীরে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা রাজ্যে। তার জেরে সিঙ্গুর থেকে কারখানা সরাতে বাধ্য হয়েছিল টাটারা। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। টাটাদের ফেলে যাওয়া সেই ন্যানো কারখানার জমিতেই আগামী ১৮ জানুয়ারি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই মঞ্চ থেকেই জয়রামবাটি-পুরুলিয়া নতুন লোকাল ট্রেন-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করবেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই সভাকে ঘিরেই ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে সিঙ্গুর।

আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন গোটা রাজ্যের মানুষ। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল হিসেবে সিঙ্গুরকে বাছা হয়েছে। সমালোচকরা বলে থাকেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সবথেকে বড় ব্যর্থতা হল শিল্পে বড় কোনও বিনিয়োগ না আসা। কাকতালীয় হলেও সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বিদায়ের পরে এ রাজ্যে আর বড় কোনও বিনিয়োগ আসেনি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কিছু বিনিয়োগ এলেও তৃণমূলের জমানায় এ রাজ্যে কোনও বড় কলকারখানা তৈরি হয়নি। রাজ্যের মানুষকে সেই বার্তা দিতেই প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত, সিঙ্গুর থেকেই বিধানসভা ভোটের দামামা বাজাতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি নেতাদের দাবি, তারা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরে শিল্পায়ন হবে। তাতে কর্মসংস্থানে গতি আসবে। সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীকে সেই বার্তাই দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। না শিল্প হলো, না কৃষি। প্রধানমন্ত্রী আসার একটাই উদ্দেশ্য, তিনি নিজে ঘুরে দেখুন। ২৬-এ আমরা টাটাকে ফিরিয়ে আনব। যে সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের শুরু হয়েছিল, সেই সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের পতন হবে।' যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, 'বড় কারখানা না হলেও রাজ্যে ছোটবড় অনেক কারখানা হয়েছে। নতুন নতুন বিনিয়োগ আসছে।' জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া সিঙ্গুরের সিংহের ভেড়ি মৌজায় প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে। তার জন্য অনেকটা ফাঁকা জমি চিহ্নিত করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সফল করতে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন বিজেপি নেতারা। বুধবার সিঙ্গুরের লোহাপট্টিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা নিয়ে বৈঠক করেন দলের শীর্ষ নেতারা। তার আগে বিজেপি নেতারা যেখানে সভা হবে, সেই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় সিঙ্গুরে বহুসংখ্যক মানুষের জমায়েত হবে। সেটা ধরে নিয়েই সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজির আধিকারিকরা কয়েক দিনের মধ্যেই জায়গা পরিদর্শন করতে আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উৎসুক সিঙ্গুরের মানুষও। গোপালনগর মৌজার বাসিন্দা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভালো কথা। তাঁর কাছে আমাদের একটাই প্রত্যাশা, এখানে শিল্প হোক। বেকার ছেলে-মেয়েরা কাজ পাক। সিঙ্গুরে শিল্প হলে অনেকে কাজ পেত। একটা চায়ের দোকান করেও আমরা পেট চালাতে পারতাম। আমরা চাই, সিঙ্গুরে শিল্প হোক।' সিঙ্গুর শিল্প বাঁচাও কমিটির নেতা উদয়ন দাসের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি সঙ্গে করে আপনার রাজনৈতিক সহকর্মী রাজনাথ সিংহকে নিয়ে সিঙ্গুরে আসবেন। যে দিন সিঙ্গুরে শিল্পকে ধ্বংস করা হয়, সেই দিন কেন রাজনাথ সিংহ এসেছিলেন, সেই ব্যাথা আমরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে চাই।'

শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, 'তৃণমূল কখনও শিল্প বিরোধী নয়। মোদী সরকার দেশে সমস্ত কিছু বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক নাগরিককে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে বছরে লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েই গিয়েছেন। তার বাস্তবায়ন হয়নি।' ২০০৮ সালে সিঙ্গুর ছাড়ে টাটারা। প্রায় ১৮ বছর বাদে সেখানেই আবার পা রাখবেন নরেন্দ্র মোদী।

৫ কোটির হেরোইন-সহ একই পরিবারের ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগিরদিঘি: পাঁচ কোটি টাকার হেরোইন সহ একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করল সাগরদিঘি থানার পুলিশ। বাড়িতে বিপুল পরিমাণ হেরোইন মজুত রাখায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানতেনই না এই পরিবার হেরোইনের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। বুধবার গভীর রাতে সাগরদিঘি থানার অন্তর্গত কাবিলপুর এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে মোট পাঁচ কিলো দুশো গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার বাজার মূল্য পাঁচ কোটি টাকা বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম রাকিবুল শেখ, মোমিনা বিবি, হাসিনা খাতুন এবং ইব্রাহিম শেখ। রাকিবুল শেখ ও মোমিনা বিবি স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বউমা হলেন, হাসিনা খাতুন এবং শ্যালক ইব্রাহিম শেখ। ধৃতদের মধ্যে ইব্রাহিম শেখের বাড়ি লালগোলা থানার এলাকায় হলেও বাকি তিনজনের বাড়ি সাগরদিঘি থানার কাবিলপুর এলাকায়। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, 'কোথা থেকে হেরোইন এনে মজুত করেছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হচ্ছে।' গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে কাবিলপুর এলাকায় অভিযান চালায় সাগরদিঘি থানার পুলিশ। সন্দেহভাজন বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ হেরোইন। এরপরই চারজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন

ধরেই এই পরিবার মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বাইরেও এই হেরোইন পাচার করা হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার সাগরদিঘি থানা প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সম্মেলন করে গোটা ঘটনার বিস্তারিত জানান জঙ্গিপুর মহকুমার এসডিপিও প্রবীর মণ্ডল। তিনি বলেন, 'এত বড় পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মাদকচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে।' এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক পরিবারের একাধিক সদস্যের মাদক কারবারে জড়িয়ে পড়া নিয়ে রীতিমতো স্তম্ভিত স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে এবং ধৃতদের বৃহস্পতিবার বহরমপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরদিঘি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

ভূত তাড়ানোর নাম করে যুবকের উপর অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: হাতে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে মানুষ এখন গোটা জগৎকে হাতের মুঠোয় বন্দি করে নিয়েছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জীবন এখন আধুনিক। মঙ্গল গ্রহে চলছে জীবন খোঁজা এবং ভবিষ্যতে সেখানে মানুষ পাঠানোর তোড়জোড়। আর এই সময়ে দাঁড়িয়ে এখনও সেই কুসংস্কার নিয়েই বেঁচে রয়েছে। এখনই একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে ভূত ছাড়ানোর নাম করে এক যুবকের হাতে পায়ে দঁড়ি বেঁধে তার গায়ে তার গায়ে আগুন মারা হচ্ছে। যন্ত্রণায় ওই যুবক চিৎকার করছেন বাঁচার জন্য। ভূতে ধরার কুসংস্কারের নামে ভূত তাড়ানোর দাবি করে অত্যাচার চলছে ওই যুবকের উপর। ঘরের ভিতর কাপড়ের আড়ালে চলছে ভূত ছাড়ানোর কাজ। ভূত ছারাচ্ছেন গ্রামেরই এক মহিলা ওঝা। ঘটনাটি কালনা থানার অন্তর্গত কালনা দু'নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে। কেন ওই যুবকের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার চলছে। সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ওই যুবকের মা জানিয়েছেন, তাদের বাড়ির লোক মারা গেছিল। তার পিণ্ড দান করা হয়নি। তাই তার ছেলেকে ভূতে ধরেছে। আর ভূত ছাড়ানোর নাম করে চালানো হচ্ছে অত্যাচার। যদিও গ্রামের কেউ বিষয়টি নিয়ে কোনো রকম ভাবে মুখ খুলতে রাজি হয়নি। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ওঝার খোঁজে গেলে, তার আগেই এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দেয় ওই ওঝা। এ প্রসঙ্গে, কালনা বিজ্ঞানমঞ্চের সহকারী সভাপতি তাপস কুমার কার্ফা জানিয়েছেন, তাঁরা যে ভিডিও দেখেছেন, তা অত্যন্ত মারাত্মক। কোনো ভাবেই এইসব মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসনকে তারা দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলবেন। প্রশাসন আগে ঘটনাটি আটকাক, এরপর ওই জায়গায় গিয়ে সেমিনার করবে বিজ্ঞান মঞ্চ।

ইডি'র এবং বিজেপির চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও আইপ্যাক-এর অফিসে ইডি হানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, জরুরী ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার জেজুর হাটতলায় প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস পাঠক-সহ নেতৃত্ববৃন্দ।

কালনার সাঁতারু সায়নী ঘোষকে তৃণমূলের তরফে যুব শক্তি সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আর কয়েক মাস পরেই জাপানের সুগারু চ্যানেলে নামতে চলেছেন কালনার জলকন্যা সায়নী দাস। জাপানের ওই চ্যানেল পার হলে শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম কোনও মহিলা সাত সমুদ্র জয় করার খেতাব পাবেন। তার আগে কালনার বারুইপাড়া এলাকায় সায়নির বাড়িতে আসেন তৃণমূল নেতৃত্ব ও রাজ্যের মন্ত্রী। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাঁতারু সায়নি দাসকে যুব শক্তি সম্মানে ভূষিত করে তারা। রাজ্যের

মন্ত্রি স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার সহ স্থানীয় এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব সায়নের বাড়িতে পৌঁছে তাকে যুবশক্তির সম্মানের পাশাপাশি তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তারা। মন্ত্রি স্বপন দেবনাথ বলেন, 'বিভিন্ন কঠিন থেকে কঠিনতর চ্যানেল জয় করেছে কালনার সায়নি, আগামী দিনে জাপানের সুগারুতে তার নামার কথা। তাহলেই সপ্ত সমুদ্র জয়কারী প্রথম মহিলা হবেন এশিয়া মহাদেশে তিনি। আমরা সায়নির সাফল্য কামনা করেন।' যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সম্মান ও আর্থিক সাহায্য তার কাজে আসবে বলে তিনি জানান।

আইপ্যাক-এর অফিসে ইডি হানার প্রতিবাদে পানাগড়ে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কলকাতায় সল্টলেকে তৃণমূলের আইপ্যাক এর অফিসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি অভিযানের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকালে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নামে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। সেইমত কাঁকসার পানাগড় বাজারেও এদিন প্রতিবাদে নামে। এদিন পানাগড়ের চৌমাথা মোড়ে তৃণমূল কর্মীরা প্রথমে জমায়েত হয়ে সেখানে একটি প্রতিবাদ সভা করে। এরপর চৌমাথা মোড় থেকে পানাগড়ের মাছ বাজার পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আইপ্যাক-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অগণতান্ত্রিকভাবে তল্লাশিতে নামে বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কর্মীরা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি তৎপরতা নির্বাচনের আগে পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিটি জেলার ব্লকে ব্লকে এবং শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হচ্ছে। সেই মতোই কাঁকসাতেও তাদের এই কর্মসূচি বলে জানানো হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নব কুমার সামন্ত, তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সী, ব্লকের সাধারণ সম্পাদ পিরু খান, জেলা পরিষদের দুই সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর বিশ্বাস, তৃণমূল নেতা হিরন্ময় ব্যানার্জি, ব্লকের তৃণমূল নেত্রী দেবযানী মিত্র, কাঁকসা পঞ্চায়েত প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান নাসিম হায়দার মল্লিক সহ তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী জোড় গলায় দাবি করেছিলেন যে, এসআইআর হলে বাংলা থেকে নাকি এক কোটি রোহিঙ্গার নাম বাতিল হবে। কিন্তু তা আর হয়নি। তাই লজ্জায় নিজের মুখ ঢাকতে সিবিআই-সহ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিতে কাজে লাগিয়ে বিজেপি নোংরা খেলায় নেমেছেন।' ব্লকের সাধারণ সম্পাদক পিরু খান জানিয়েছেন, 'বিজেপি নির্বাচনে লড়াই করে কোনদিনই জিততে পারবে না। এটা তারা স্পষ্ট জেনে গেছে। বাংলাকে উত্তপ্ত করার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করছে বিজেপি। কিন্তু তাতেও তাদের কোনো কাজ হবে না। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপির নামের দলটিকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করবে।' কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, 'বিজেপি বুঝে গেছে যতগুলি বাংলায় আজ পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছে, বিজেপি তাদের পেশী বল, বহু বল এবং যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েও কোনো নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারেনি। এবং তৃণমূলের ভোট ব্যাংকও কমাতে পারেনি। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করেও বিজেপি বুঝে গেছে যে তারা ভোটার লিস্ট থেকে ভোটার কমাতে পারবে না। তাই তারা আইপ্যাক-এর অফিসে এবং তার কর্ণধার-এর বাড়িতে ইডিকে দিয়ে তল্লাশি চালানো করায়।' তারই প্রতিবাদে দলের নির্দেশে তারা ব্লক জুড়ে প্রতিবাদে নেমেছেন।

পুলিশের উদ্যোগে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পুলিশের উদ্যোগে ৫০০ মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণও চড়ুইভাতি। নতুন বছরের শুরুতেই জনসংযোগ কর্মসূচিতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ। শীতের দুপুরে কয়েকশো দুঃস্থ মানুষ ও শিশুদের নিয়ে চড়ুইভাতি। পেটভরে খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি তাদের হাতে কম্বল তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দুর্গাপুরের ওয়ারিয়া ফাঁড়ি। উপস্থিত ছিলেন ইস্ট ডিভিশনের ডিসি অভিষেক গুপ্তা, এসিপি সুবীর রায়, সিআই রনবীর বাগ, ওসি সঞ্জীব দে ও ফাঁড়ির আইসি উজ্জ্বল সাহা। এদিন সকলকে নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করেন ডিসি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা। শীতের দিনে কনকনে ঠান্ডায় সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে সমাজের পাশে থাকার বার্তা দেন ডিসি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা। পুলিশের এমন উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী।

খাদ্য উৎসবকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের কয়রাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্য উৎসব ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতোন। আরামবাগ ব্লকের কয়রাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য খাদ্য উৎসব। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই খাদ্য উৎসব হয়ে ওঠে এক আনন্দঘন শিক্ষামূলক আয়োজন। পড়াশোনার পাশাপাশি হাতে-কলমে শেখার সুযোগ তৈরি হয়। বাড়িতে তৈরি স্বাস্থ্যকর খাবারের গুরুত্ব তাঁরা সহজেই বুঝতে পারে। মার্কেটে কেনা বেচা কিভাবে হয় তা বুঝতে পারবে এই খাদ্য উৎসবের মাধ্যমে। উৎসবে অংশগ্রহণকারী চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অনিকা দে। জানায়, 'আমরা নিজেরা খাবার বানিয়েছি, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। কোন খাবার শরীরের জন্য ভালো, আজ সেটা শিখতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। সকাল থেকে মোমো বিক্রি করেছি। সব

বিক্রি হয়ে গেছে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকরাও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, বিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগ শিশুদের সুস্থ জীবনযাপনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক। খাদ্য উৎসবকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে ছিল শৃঙ্খলা, আনন্দ ও শিক্ষার সুন্দর সমন্বয়। সবমিলিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, আগামী দিনেও এ ধরনের সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম নিয়মিত আয়োজন করা হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

উৎসবে বিভিন্ন রকমের তৈরি পুষ্টিকর ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল বসানো হয়। খিচুড়ি, পায়েস, পিঠেপুলি, মোমো, ফলের স্যালাড, চিড়া-মুড়ি, সবজি দিয়ে তৈরি নানা পদ শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরি করে প্রদর্শন করা হয়। খাবারের পাশাপাশি প্রতিটি পদের পুষ্টিগুণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। যাতে ছাত্রছাত্রীরা খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী সরকার বলেন, 'এই ধরনের খাদ্য উৎসবের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে। বইয়ের

বকেয়া টাকার দাবিতে বালুরঘাটে জেলাশাসকের দ্বারস্থ গাড়ির মালিকরা

বিধানসভা ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: লোকসভা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করেও মেলেনি পারিশ্রমিক। গত ২০২৪ সালের নির্বাচনের বকেয়া পাওনার দাবিতে এবার আন্দোলনে নামলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষুদ্র যানবাহন মালিকরা। বৃহস্পতিবার জেলা সদর দপ্তরে জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি.-এর কাছে পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয় 'ক্ষুদ্র যানবাহন মালিক সমিতি'র পক্ষ থেকে। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত বকেয়া মেটানো না হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গাড়ি সরবরাহ বন্ধ রাখবেন তাঁরা।

সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জেলার অন্তত ৫৬ জন ক্ষুদ্র যানবাহন মালিকের গাড়ি সরকারি কাজে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন মিটে যাওয়ার কয়েকমাস পার হয়ে গেলেও প্রায় ১ কোটি টাকা পারিশ্রমিক এখনও বকেয়া রয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় ধরে প্রাপ্য টাকা না পাওয়ায় চরম আর্থিক অনটনের মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র মালিক ও চালকরা। অনেকের পক্ষেই গাড়ির কিস্তি মেটানো বা রক্ষণাবেক্ষণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন জেলাশাসকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর গাড়ি মালিকরা জানান, তাঁদের অভাব-অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন জেলাশাসক। সমস্যা সমাধানে তিনি তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং নির্বাচন আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে দ্রুততার সঙ্গে নথিপত্র যাচাই করে বকেয়া অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশাসনের ইতিবাচক আশ্বাসে আপাতত বিক্ষোভ তুলে নিলেও সমিতির সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। এবিষয়ে ক্ষুদ্র যানবাহন মালিক সমিতির সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু জানান, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের পাওনা বকেয়া রয়ে গিয়েছে। তাই আজ আমরা জেলা শাসকের কাছে আমাদের সমস্ত দাবি পত্র তুলে ধরেছি। আশা করছি এবার আমাদের সমস্যা সমাধান হবে।'

শুনানিতে এসে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের পথে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: এসআইআর শুনানিতে এসে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের পথে মৃত্যু যুবকের। এলাকায় শোকের ছায়া। এসআইআর শুনানিতেই ডাক পাওয়ার পরেই টেনশন করতে করতেই মারা যান বলে অভিযোগ। মৃত বছর চল্লিশের রমজান আলি। বৃহস্পতিবার সারের শুনানিতে এসে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই যুবক। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় মধ্যমগ্রাম বিধানসভার রোহণ্ডা চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা রমজান আলির। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বারাসাত দুই ব্লকে সার শুনানিতে মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি। বিডিও অফিসে বসে থাকা অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে যান। আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি বারাসাত দুই বিডিও-এর গাড়ি করে তাঁকে বাগবান্দা সাইবেরিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালেই মৃত্যু হয় যুবকের। রমজান আলি পেশায় গাড়ি চালক। রমজান এদিন মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন বারাসাত ব্লক ২-এর ভিডিও অফিসে এসআইআর-এর নাম সংশোধনের জন্য। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে অসুস্থতা বোধ করেন এবং জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। ঘটনার খবর পেয়েই মৃত ওই যুবকের বাড়ি পৌঁছান রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ মধ্যমগ্রাম পৌরসভার পৌর প্রধান নিমাই ঘোষ সহ তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। অসহায় পরিবারবর্গকে শোকজ্ঞাপন করে যাতে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা হবে বলেও সে বিষয়ে মন্ত্রী আশ্বাস দেন। মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান এই নিয়ে এসআইআরের কারণে রাজ্যে প্রায় ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হল। এর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অমানবিক এবং অপরিকল্পিত এসআইআর পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন।

পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক Punjab & Sind Bank

গড়ালগাছা শাখা
গড়ালগাছা, চণ্ডীতলা, হুগলি, পিন - ৭১২৭০৮

রিডেম্পশন নোটিশ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতি আলপনা কেওয়াত (ঋণগ্রহীতা প্রয়াত গণেশ কেওয়াত এর আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী প্রয়াত গণেশ কেওয়াত, দে পাড়া, কৃষ্ণপুর, হুগলি, গরলগাছা, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৭০৮।
শ্রী দীনেশ কেওয়াত (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াত এর আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা প্রয়াত মাগারুরাম কেওয়াত, দে পাড়া, কৃষ্ণপুর, হুগলি, গরলগাছা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৭০৮।
শ্রীমতি রত্না বার (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াত এর আইনি উত্তরাধিকারী) স্বামী জগন্নাথ বার, ঘোরে ঘাট পুকুর পার, বাগনান, বারুন্দা-৭১১৩০৩
শ্রী সাগর কেওয়াত (ঋণগ্রহীতা প্রয়াত গণেশ কেওয়াত এর আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা প্রয়াত গণেশ কেওয়াত, দে পাড়া, কৃষ্ণপুর, হুগলি, গরলগাছা, পশ্চিমবঙ্গ -৭১২৭০৮।
শ্রী রমেশ কেওয়াত (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াত এর আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা প্রয়াত মাগারুরাম কেওয়াত, দে পাড়া, কৃষ্ণপুর, হুগলি, গরলগাছা, পশ্চিমবঙ্গ -৭১২৭০৮।
শ্রীমতি স্বপ্না নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াত এর আইনি উত্তরাধিকারী) স্বামী সৌমেন নন্দী, বেলডাঙ্গা, গ্রাম এবং পো : চণ্ডীতলা, পিন -৭১২৭০২।

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম ৮ (৬) সহ পঠিত এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২, **অ্যাকাউন্ট নং ১৫৬৬১২০০০০০০০৯,** ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা - **ঋণগ্রহীতাগণ - প্রয়াত গণেশ কেওয়াত এবং প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াত বি. ও. - গড়ালগাছা থেকে।**
এতে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে **০২.০৭.২০২৫ তারিখে** ব্যাংক কর্তৃক জারি করা ৬০ দিনের দাবি নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/দায়বদ্ধদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা সারফেসি আইন-২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে **০৪.১০.২০২৫ তারিখে দখল (প্রতীকী)** গ্রহণ করেছেন। এবং এর জন্য আইনগত বিধান মেনে চলেন।
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে, তার উপর নিম্নোক্ত বিশদ বিবরণ সহ, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। **০১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে শ্রীমতী আল্পনা কেওয়াত (ঋণগ্রহীতা প্রয়াত গণেশ কেওয়াতের আইনগত উত্তরাধিকারী), শ্রী সাগর কেওয়াত (ঋণগ্রহীতা প্রয়াত গণেশ কেওয়াতের আইনগত উত্তরাধিকারী), শ্রী দীনেশ কেওয়াত (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াতের আইনগত উত্তরাধিকারী), শ্রী রমেশ কেওয়াত (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াতের আইনগত উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী রত্না বার (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াতের আইনগত উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী স্বপ্না নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা প্রয়াত প্রতিমা কেওয়াতের আইনগত উত্তরাধিকারী) এর কাছ থেকে ৭,১২,২৫৩.৫৮ টাকা** এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ আদায়ের জন্য।
বন্ধকী সম্পত্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য **৩২.২১ লক্ষ টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সারফেসি আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে নিলামে তোলা হবে।
উপরোক্ত আইনের অধীনে অনুমোদিত কর্মকর্তা আবারও সারফেসি আইন-২০০২ এর ১৩ (৮) ধারার বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক ঋণ সুবিধার বিপরীতে সুরক্ষিত সম্পদ (গুলি) সম্পর্কিত আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন-২০০২ এবং এর নিয়ম মেনে নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য ৯ (১) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করবেন।

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	দায়বদ্ধতা যদি থাকে
১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাপ ৩ কাঠা এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণপুর, থানা চণ্ডীতলা, পো গরলগাছা, আরএস দাগ নং ২০ (অংশ), জেএল নং ১০০, আরএস নং ১৭৭৬, খতিয়ান নং ১০৯৭, গরলগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা হুগলি, গরলগাছা দে পাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৭০৮, **চৌহদ্দি :** উত্তরে - রঞ্জিত মাইতির ভবন। দক্ষিণে : অন্যান্যর খালি জমি। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	নেই

তারিখ : ০৩.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda

তেঘরিয়া শাখা
তেঘরিয়া শাখা, যমুনোত্রী কমপ্লেক্স, ভিআইপি মেইন রোড (হলদিরামের বিপরীতে), কলকাতা, ৭০০০৫২ ফোন: ০৩৩-২৫৭৩-৫৭১৪ (অঃ), ই-মেল: teghar@bankofbaroda.com

রিডেম্পশন নোটিশ

BOB/TEGHAR/NPA/25-06/40 **তারিখ: ০৫-০১-২০২৫**
প্রতি
শ্রী গৌরাঙ্গ দাস এবং শ্রীমতী অনিতা ওরাওঁ
মৈত্রী আবাসন, ফ্ল্যাট ৫ডি, হোল্ডিং নং ১০৫,
নলতা নব মহাজাতি রোড, মৌজা- সুলতানপুর,
ল্যান্ডমার্ক- পিকে গুহ রোড এলাহাবাদ ব্যাংক,
কালীমন্দির অটো স্টপের নিকটে,
কলকাতা-৭০০০২৮
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া
বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি এক্ট, ২০০২)-এর সেকশন ১৩ (৮)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী নোটিশ।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাংক অফ বরোদার একজন অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উপরোক্ত সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অনুযায়ী এবং উক্ত আইনের ৩ নং রুলের সাথে পঠিত ১৩(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত **০২-০৬-২০২৫** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশের শর্তানুযায়ী বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)/কর্পোরেট গ্যারান্টার(গণ) উক্ত টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত বিধিমালার ৪ এবং/অথবা ৮ নং রুলের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত **০৬-০৯-২০২৫** তারিখে নিচে বর্ণিত
সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ (এরপর থেকে যা 'উক্ত সম্পত্তি' হিসেবে অভিহিত) বাজেয়াপ্ত/দখল করেছেন। এবং যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪)(এ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের প্রস্তাব করছেন।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, ব্যাংকের কাছে মটগেজ/চার্জ করা সুরক্ষিত সম্পদসমূহ (যা নিচে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে), এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যেকোনো তারিখে ই-অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে এবং যে অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। ব্যাংক যখনই ই-অকশনের মাধ্যমে সম্পত্তি নিলাম করার সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আপনাকে আলাদাভাবে পাবলিক ই-অকশন নোটিশ পাঠানো হবে।
আমরা আরও আমাদের উপরোক্ত ডিমান্ড নোটিশের ৮ নং দফার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেখানে বলা হয়েছে যে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী, আপনি যদি ব্যাংকের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়ের সাথে পাওনা টাকা পরিশোধ করেন, তবে পাবলিক অকশন/দরপত্র আহ্বান/টেন্ডার/প্রাইভেট ট্রীটির নোটিশ প্রকাশের আগে যেকোনো সময় সুরক্ষিত সম্পদসমূহ মুক্ত করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত নোটিশ প্রকাশের পর সুরক্ষিত সম্পদসমূহ খালাস করার অধিকার আপনার থাকবে না। আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে, **০৪-০১-২০২৬** তারিখ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)/কর্পোরেট গ্যারান্টার(গণ)-এর নিকট ব্যাংকের পাওনা টাকার পরিমাণ হলো **১৫,৮১,১৫৬.৮৪ টাকা** (পনেরো লক্ষ একাশি হাজার একশত ছাপ্পান্ন টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র) + **০৪-০১-২০২৬** তারিখ থেকে কার্যকর সুদ ও চার্জ, যা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। আপনাকে আপনার দ্বারা সম্পাদিত সিকিউরিটি/ফাইন্যান্সিয়াল/গ্যারান্টি চুক্তির শর্তানুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুরক্ষিত সম্পদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

ক্র. নং	চৌহদ্দিসহ সুরক্ষিত সম্পদসমূহের বিবরণ
১	**প্রথম তফশিল:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কম-বেশি **১০ কাঠা ০ ছটাক ০ বর্গফুট** এবং এর ওপর অবস্থিত **জি+৫** তলা বিশিষ্ট ভবন; যা মৌজা- সুলতানপুর, সি.এস. দাগ নং ৪৪২, আর.এস. দাগ নং ৪৪২/৯৮১, সি.এস./আর.এস. খতিয়ান নং ২৩৮, জে.এল. নং ১০, রে. সা. নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩-এর অন্তর্গত; মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১০৫, নলতা নব মহাজাতি রোড, কলকাতা-৭০০০২৮, ওয়ার্ড নং ৭, থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮ -এর অধীনে; যা দমদম পৌরসভার এলাকাভুক্ত এবং জেলা উত্তর ২৪ পরগণার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রেশন কাশীপুর দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুশান্ত ব্যানার্জির নামে রয়েছে পিতা-শ্রী শুভেন্দু ব্যানার্জির।** **ভবনের চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** **উত্তরে-** মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, **দক্ষিণে-** বোস বাড়ি ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, **পূর্বে-** মৃত বঙ্কিম বসু রায় ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** চিত্তরঞ্জন গুহ ও পরিমল দত্তের সম্পত্তি। **দ্বিতীয় তফশিল:** স্বতন্ত্র আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং **৫ডি,** পঞ্চম ফ্লোরের পূর্ব দিকে অবস্থিত; যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম-বেশি **৬০০ বর্গফুট**; যা মার্বেল ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সম্পন্ন এবং যাতে একটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট রয়েছে; সাথে প্রথম তফশিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং এর সাথে যুক্ত সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপার্টমেন্ট ওনারশিপ অ্যাক্ট ১৯৭২ -এর বিধান অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত। **দ্রষ্টব্য:** ডিড অফ কনভেয়েন্স নং **আই-১৫০৬০২৭৪৮, সাল-২০১৯**

আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, তেঘরিয়া শাখা

AXIS FINANCE

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) মণিকা ধর এবং (২) সুনীল কুমার ধর** নাপিত পাড়া রোড, রাজপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৯ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ছিল নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ৪৪,৮০,২৩১ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ আশি হাজার দুশো একত্রিশ টাকা) ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ জানুয়ারি ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ৪৪,৮০,২৩১ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ আশি হাজার দুশো একত্রিশ টাকা) ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) এবং উপধারা (১৩) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জমির পরিমাপ ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট তদস্থিত ২ তলা পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৯১৬ বর্গফুট একতলায় এবং ৯৮০ বর্গফুট দোতলায় মোট ১৮৯৬ বর্গফুট, মৌজা - কেরুলিয়া, জেএল নং ৫, আরএস নং ১১, তৌজি নং ১৭২, সিএস দাগ নং ২৪৩/৩৯৪, সিএস খতিয়ান নং ৩২৪, এলআর খতিয়ান নং ২৭২, হোল্ডিং নং ৮৫/১৪৬, রিজেন্ট পার্ক, পো এবং থানা : রহড়া, ওয়ার্ড নং ৫, খড়দহ পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১১৮,
ভবন/প্লট এর চৌহদ্দি :
পূর্বে : শ্রী দত্ত'র দোতলা ভবন।
পশ্চিমে : শ্রী অমিত এর একতলা ভবন।
উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক।
দক্ষিণে : দোতলা ভবন।

তারিখ : ০৭.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

APPENDIX - IV [Rule 8(1)]
POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

ZONAL OFFICE : KOLKATA SOUTH
14, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001

১. যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৯.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **১. মেসার্স সুকাইনা টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা)** (স্বত্বাধিকারী : শাদাব হুসেন) শপ নং বি১২, নিউ জেড রহমান মার্কেট ডোমজুড়, বাঁকড়া, হাওড়া, পিন - ৭১১৪০৩ **২. শ্রী শাদাব হুসেন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বত্বাধিকারী মেসার্স সুকাইনা টেক্সটাইল পিতা সিকন্দর মির্জা প্রেমিসেস নং বি-২৭, আয়রণ গেট রোড পো এবং এএমপি - থানা - গার্ডেনরিচ, কলকাতা - ৭০০০২৪ নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৫৮,৫০,৯১২.৪৮ টাকা** (আটান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার নশো বারো টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) **২৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখার** নিকট বকেয়া **৫৮,৫০,৯১২.৪৮ টাকা** (আটান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার নশো বারো টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) **২৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত পরিমাপ কমবেশি এক কাঠা ৬ ছটাক ২২১/২ বর্গফুট কমবেশি ঢাকা এরিয়া ৪৫০ বর্গফুট খালি চত্বর এরিয়া ৫৬২ বর্গফুট অবস্থিত বি-২৭, আয়রন গেট রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১৩৪, প্লট নং ৪০৩, খতিয়ান নং ১৫৮, সিট নং ১১৮, মৌজা - গার্ডেনরিচ, থানা গার্ডেন রিচ, কলকাতা -৭০০০২৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৯, দলিল নং ১২৯৩০ -২০০৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস -১ কলকাতা, সম্পত্তি মির্জা সাহার হোসেন পিতা সিকান্দার মির্জা এর নামে, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং বি-২৮, আয়রন গেট রোড, **দক্ষিণে :** নাজির হোসেন এর জমি এবং ভবন। **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং বি-১৫, আয়রন গেট রোড-কলিন অ্যান্ড অ্যাম্প। অন্যান্য। **পশ্চিমে :** গুলাম হোসেন মধ্য অংশ বি-২৭ এর জমি এবং ভবন, আয়রন গোট রোড, কলকাতা - ৭০০০২৪।
বর্তমানে নির্মাণ উক্ত বন্ধকদত্ত সম্পদের উপর উন্নয়ন/সংশোধিত এবং অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট বর্তমান দখলদারি অবস্থা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক একতলা এব দোতলা, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভবনের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে চিহ্নিত।
সুতরাং বর্তমানে জামিন হিসেবে : একতলা এবং দোতলা অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত ঠিকানা : বি২৭, আয়রন গেট রোড, কলকাতা পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩৪, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা গার্ডেন রিচ, কলকাতা - ৭০০০২৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটের প্রবেশের ক্ষেত্রে ভবনের পিছনের অংশে প্রবেশের সিঁড়ি দিয়ে চিহ্নিত।

তারিখ : ০৬.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২ তম তল
কলকাতা - ৭০০০৭১, ইমেল : sbi.05171@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৪.১০.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী মিনহাজউদ্দিন মন্ডল, পিতা শ্রী মোরজেম আলী মন্ডল এবং শ্রীমতী হাবিবা খাতুন স্বামী শ্রী মিনহাজউদ্দিন মন্ডল, বিআই-২৩/১৬/১, রবীন্দ্র পল্লী (উত্তর) আরাধনা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট -২এ জ্যাংরা মাঠপাড়া, জ্যাংরা কলকাতা - ৭০০০৫৯ এবং "ইম্পেরিয়াল টাওয়ার", ফ্ল্যাট নং - ডি, ব্লক সি. নাউপাড়া, অ্যাপোলো ক্লিনিকের নিকট, থানা-রাজরহাট, কলকাতা - ৭০০১৫৭, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২১,৭৫, ৮৭৬.৩৪ টাকা (একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশ ছিয়াত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) ০৪/১০/২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২১,৭৫,৮৭৬.৩৪ টাকা (একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশ ছিয়াত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) ০৪/১০/২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি, চতুর্থতলে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১১৭ বর্গফুট কমবেশি ,তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন , দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা লিফট সহ ইমপেরিয়াল টাওয়ার হোল্ডিং নং আরজিএস-এএস/৪৫৮/১১/১২ এবং আরজিএম-এএস/৫২৪/১২/১৩, ব্লক সি, নোয়াপাড়া, থানা রাজারহাট, কলকাতা ৭০০১৫৭, থানা রাজারহাট, রাজারহাট -গোপালপুর পুরসভা অধীন বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, ফ্ল্যাটের মেঝে টাইলস দিয়ে তৈরি। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত জমির পরিমাপ এরিয়া ১৩ কাঠা ১ ছটাক ৪ বর্গফুট এবং টালি শেড নির্মাণ পরিমাপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট , সিএস দাগ নং ২৯০, ২৯১, আরএস এলআর দাগ নং ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৩, ৫৩৬, ৬৩২, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৭৪, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, মৌজা - নোয়াপাড়া, হোল্ডিং নং আরজিএস-এএস/৪৫৮/১১/১২ এবং আরজিএম-এএস/৫২৪/১২/১৩, ব্লক সি, নোয়াপাড়া (দাসপাড়া), থানা রাজারহাট, কলকাতা ৭০০১৫৭, থানা রাজারহাট, রাজারহাট -গোপালপুর পুরসভা অধীন বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস রাজারহাট, সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকাশিত প্লট পরগনা-কলকাতা, জেএল নং ১১, আরএস নং ১১৯, তৌজি নং ২৯৯৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ২৪৭৯৯ থেকে ২৪৮৩১, দলিল নং ১৫২৩০০২৭৭-২০২৩ সালের।
সম্পত্তি শ্রীমতি হাবিবা খাতুন স্বামী শ্রী মিনহাজুদ্দিন মন্ডল এবং শ্রী মিনহাজুদ্দিন মন্ডল পিতা শ্রী মরজেন আলি মন্ডল এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক। **দক্ষিণে :** বাগ এবং অন্যান্যর জমি। **পূর্বে :** পিনাকেল রেসিডেঞ্জ। **পশ্চিমে :** সড়ক।

স্থান - কলকাতা, তারিখ - ০৫.০১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭
পরিশিষ্ট ৪-এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.০১.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০১.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০১.২০২৬ এবং ২০.০১.২০২৬ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬, ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো -অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম মারোল, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই পরিমাপ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং দুই ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, সম্পত্তি সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০, এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই।	৪,৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৪৬,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in , মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১
পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৮.০১.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** সম্পত্তি নং ১ এবং **কার্যকরী দখলীকৃত** সম্পত্তি নং ২, **২৮.০১.২০২৬** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১০৭,১৫,৮৮,৩৩০.০০ টাকা (একশ সাত কোটি পনের লাখ অষ্টআশি হাজার তিনশ তিরিশ টাকা)** টাকা এবং **০৫.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রিফর্ম ফেরো কাস্ট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস নউপালা, বাগনান - ২, হাওড়া - ৭১১৩০৩ **এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী বসন্ত সাহা,** পিতা প্রয়াত কেশবজি সাহা, ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(খ) শ্রী শক্তি অধিকারী** পিতা বিশ্বনাথ অধিকারী, ২৮/১, ডি রোড, বামনগাছি, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ **(গ) শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ,** ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(ঘ) শ্রী জিগনেশ শেঠিয়া** ৫, সুইং বিল্ডিং, মার্ভ রোড, মালাড (প), মুম্বই - ৪০০০৬৪ **(ঙ) ইউ কে সিমেন্ট প্রা. লি.** ৪৩, মতি সিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ **(চ) মেসার্স সৈল্যান্ড ডেভেলপার্স প্রা. লি.** ৪৩, মতিসিল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০১.২০২৬ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫.৭২ একর এবং তদস্থিত ভবন, শেড এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বামুনারা, জেএল নং ৫৮, এলআর দাগ নং ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৭,১৮৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯৭-১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৭, খতিয়ান নং ২৯৬৩, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বামুনারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, পো : পানাগড় বাজার, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, (পূর্বতন বর্ধমান)। সম্পত্তি মেসার্স ইউকে সিমেন্ট প্রা লি এর নামে, ৪৩, মতিশীল স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১৩, দলিল নং ১-৫২২৬-২০১০ এবং ১-৭২২৬-২০০৯। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দুই পুকুর; **দক্ষিণে :** মেসার্স শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; **পূর্বে :** শ্রী ওয়ারিস পিয়া কোম্পানি এবং নভরাজ ইস্পাৎ প্রা লি. **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট চওড়া কমপ্লেক্স রোড। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।**	৭,৮৭,০০,০০০.০০ টাকা	৭৮,৭০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
২	জমি অবস্থিত মৌজা : নওপালা, জেএল নং ২৫, বাগনান-২ পঞ্চায়েত সমিতি অধীন, গ্রাম এবং পো : নওপালা, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, সম্পত্তি বসন্ত সাহা এর নামে, দলিল নং : ১-২৯৬/২০০৬, প্লট এরিয়া - ৫৩৮.৬১ শতক। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এর জমি; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং রিফর্ম ফেরো কাস্ট প্রা লি. এর প্লট; **পশ্চিমে :** বিশ ব্রিক ফিল্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জমি; **পূর্বে :** ইরিগেশন রোড (বাঁধ)। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কার্যকরী দখলীকৃত)।**	৭,৮৩,০০,০০০.০০ টাকা	৭৮,৩০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) নিলামের তারিখের অনেক আগেই ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।

তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল ৮(১)]

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড
পোস্ট: বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: comurshidrec@pnb.co.in

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) অভিজিৎ রায়,** পিতা- মৃত অমিয় কুমার রায় **খ) বহরমপুর-৪৪৬৬০০**	বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা হাতিনগর, জেএল নং ১১১,দাগ নং আরএস এবং এলআর ১৭৫, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৪৮, হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম এবং পো হাতিনগর , থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ। পূর্বে : প্লটিং রোড। উত্তরে : মহাদেব দাসের খালি জমি । পশ্চিমে : রতন রায়ের খালি জমি। দক্ষিণে : প্লটিং রোড।	**ক) ২২/০৭/২০২৫ খ) ০৫/০১/২০২৬ গ) ১৭,৯৭,৮৮৯.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত উননব্বই টাকা মাত্র) ২২.০৭.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।
২.	**ক) মেসার্স বাবা শিব জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী- অমর নাথ সাহা,** অমর নাথ সাহা, পিতা- মৃত অনিল কুমার সাহা ওরফে অনিল সাহা এবং গ্যারান্টার অনিমা সাহা, স্বামী- অনিল সাহা **খ) বেলডাঙ্গা-০২৩০২০**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- ভাবতা, জেএল নং ৭, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৯৬১/১৬৭১, খতিয়ান নং ৮৬৬৬, জমির শ্রেণি-বাড়ি, পরিমাপ এরিয়া ০.০১৫ একর, ভাবতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ১২০০৩-২০১৭ সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেলডাঙ্গা, **সম্পত্তি অমর নাথ সাহা,** পিতা প্রয়াত অনিল কুমার সাহা ওরফে অনিল সাহা এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুকুমার সাহা। পূর্বে : মতিমায়া চক্রবর্তী। দক্ষিণে : বকুল সাহা। পশ্চিমে : এনএইচ ১২ (রোড)।	**ক) ২২/১০/২০২৫ খ) ০৫/০১/২০২৬ গ) ৭,১৪,৭৩৩.৩৫ টাকা (সাত লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত তেত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩০/০৯/২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।
৩.	**ক) নাজির হোসেন ওরফে নাজির হোসেন আনসারী,** পিতা- হাজী নুজবুল হক আনসারী ওরফে নুজবুল হক আনসারী **খ) বর্তনাবাদ-১৩০২২০**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- তরতীপুর, জেএল নং ৪৮, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৩০৩৮, খতিয়ান নং এলআর ৫৭১৩, জমির শ্রেণি ভিটা, পরিমাপ এরিয়া ১.৫০ ডেসিমেল, ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ৩৬৫০ -২০০৯ সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিহরপাড়া, সম্পত্তি নাজির হোসেন আনসারি, পিতা **হাজি নুজবুল হক আনসারি** এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাহাবুদ্দিন আনসারি এর ভবন। পূর্বে : মৈনুদ্দিন আনসারির খালি জমি। দক্ষিণে : রাকুল ফুল ইসলাম আনসারি এর ভবন। পশ্চিমে : কুদ্দুস আনসারি এর ভবন।	**ক) ০১/১১/২০২৫ খ) ০৫/০১/২০২৬ গ) ১১,৪৫,৮৪২.৭২ টাকা (এগারো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ৩১/১০/২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।
৪.	ক) মেসার্স সুভানা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- মহঃ আশিকুল হক, আয়েশা খাতুন (মৃত মহঃ আশিকুল হকের বৈধ উত্তরাধিকারী; মেহেদী হোসেন- নাবালক এর অভিভাবক, মৃত মহঃ আশিকুল হকের বৈধ উত্তরাধিকারী; সুভানা সুলতানা- নাবালক এর অভিভাবক, মৃত মহঃ আশিকুল হকের বৈধ উত্তরাধিকারী; আজিজা সুলতানা- নাবালক এর অভিভাবক, মৃত মহঃ আশিকুল হকের বৈধ উত্তরাধিকারী; আস্থানা সুলতানা- নাবালক এর অভিভাবক, মৃত মহঃ আশিকুল হকের বৈধ উত্তরাধিকারী; অওরিন সুলতানা- নাবালক এর অভিভাবক, মৃত মহঃ আশিকুল হকের বৈধ উত্তরাধিকারী) এবং গ্যারান্টার আয়েশা খাতুন, স্বামী- মৃত মহঃ আশিকুল হক। **খ) ডাকবাংলো মোড়-১৬৬৮২০**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- রতনপুর, জেএল নং ৬৭, এলআর খতিয়ান নং পুরানো ৭৭৭, এলআর খতিয়ান নং ১২৫১, প্লট নং আরএস ৫৪৬, এলআর ৫৫৯, পরিমাপ এরিয়া ৭.০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি ভিটা, কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা সামসেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১৩০৮৫-২০০৯ সালের অনুযায়ী তারিখ ২১.১১.২০০৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নিমতিতা, জেলা মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তি মহ আশিকুল হক, পিতা প্রয়াত চাঁদ মহম্মদ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : খুরশিদ আলি। পূর্বে : ধুলিয়া পাকুড় পিচ রোড। দক্ষিণে : কেতাবুল শেখ । পশ্চিমে : নূর বিবি কোম্পানি।	**ক) ২৮/১০/২০২৫ খ) ০৫/০১/২০২৬ গ) ২৫,৬৪,৩৭৮.৯৮ টাকা (পঁচিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত আটাত্তর টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) ৩০/০৯/২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি।

তারিখ: ০৯.০১.২০২৬
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

টোটো চালিয়ে বাড়ি বাড়ি 'উন্নয়নের পাঁচালির' প্রচারে তৃণমূলের প্রমীলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনের প্রান্ত প্রান্তে মহিলারা টোটো চালিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার। রাজ্যে ১৫ বছরের উন্নয়নের বার্তা নিয়ে দুয়ারে হাজির তৃণমূলের প্রমীলা বাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত শহর বসিরহাট তথা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় তৃণমূলের প্রমিলা বাহিনীর এই অভিনব উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। মহিলারা টোটো চালিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে বাড়ি বাড়ি তৃণমূলের মহিলা সদস্যরা পৌছে যাচ্ছেন।

সারা বছরের পঞ্জিকায় যেমন বিশেষক্ষণের পরিচিত মেলে, তেমনই এই উন্নয়নের পাঁচালিতে রাজ্যের ১৫ বছরের উন্নয়ন গাঁথা বাংলার মা-বোনেরা শুনবেন ও জানবেন। ২০২৬ এর নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়াতে পারে রাজ্যের মহিলা দরদি মুখ্যমন্ত্রী, আশাবাদী মহিলারা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার বসিরহাট পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিল রুশা মজুমদার বসিরহাট মহিলা তৃণমূলে সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি শুভ্রা ঘোষ বসু, টাকি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা মুখার্জী, তাপসী রায় চৌধুরী-সহ তৃণমূলের মহিলা নেতৃত্ব এদিন উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে যেভাবে প্রচার শুরু করেছেন তাতে সাড়া মিলবে বলেই মনে করছেন তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড। তাঁদের দাবি, 'গত ১৫ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব প্রকল্প দিয়েছেন তা বিগত বামফ্রন্ট আমলে ছিল না। সারা দেশেও তার নজির নেই। এতদিন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য কেউ এত কিছু ভাবিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দৌলতে আমরা নিজেরাই স্বনির্ভর হচ্ছি সরকারি প্রকল্পের অনুদান নিয়ে। তাই সারা বছর লক্ষ্মীর পাঁচালী সঙ্গে উন্নয়নের পাঁচালি শহর থেকে গ্রামে, সীমান্ত থেকে সুন্দরবন প্রত্যন্ত জায়গায় জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানাচ্ছি। এই প্রকল্পের সুবিধা কি কি পেয়েছেন, গত ১৫ বছর ধরে বাংলার মানুষ কি কি পাচ্ছেন। সামনের দিনে আরও কি কি পাবেন সেই বার্তা পৌঁছে দেব। উন্নয়নের পাঁচালি ব্রতর মাধ্যমে বাংলার মানুষের আরও উন্নয়ন হবে সেই বার্তা আমরা পৌঁছে দেবো ঘরে ঘরে। যেখানে বর্ণ, ধর্ম সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একেবারে উল্টে গিয়ে। কর্ম ও উন্নয়নই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, আগামী দিনের সংকল্প হোক বাংলার প্রতিটি ঘরে মানুষের।' ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে উন্নয়নের পাঁচালি, উন্নয়নের সংলাপ যা শাসকদলের বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে তা আজকে এই উন্নয়নের পাঁচালি টোটো চালানোর মধ্য দিয়ে সেই বার্তা দিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের মহিলা সদস্যরা।

NOTICE

UNIVERSAL CABLES LIMITED
Satna, Madhya Pradesh, PIN-485005,CIN: L31300MP1945PLC001114

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the company has/have been lost/misplaced and the holder(s) of the said securities/applicant(s) has/have applied to the company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company as its Registered office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

Name of the Shareholder(s)	Folio No	Certificate No.	Kind of Securities and face value	No. of Securities	Distinctive Number[s]
Navendu Mathur	0008402	97460-97466 & 278969-13954771	Equity shares Rs.10/-	700	3417514-3417863 13954422-13954771

Place : Kolkata
Date : 08.01.2026
Navendu Mathur

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ২৮.০১.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ অনুযায়ী প্রদর্শিত হলো।
২৮.০১.২০২৬ তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/ টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
দুর্গাপুর	শ্রী অমিত শাউ এবং শ্রীমতি অর্পণা শাউ	সংশ্লিষ্ট এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থতল, উত্তর দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা ১০ ছটাক তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বরাহনগর, থানা বরাহনগর, খতিয়ান নং ৩৪১, দাগ নং ১৪৫৩, খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫ দাগ নং ১৪৫৪ এবং ১৪৫৫ বরাহনগর পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫৩ রাজ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৫, ওয়ার্ড নং ১০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দম দম, জেলা এবং রেজিস্ট্রেশন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুরসভা সড়ক। **দক্ষিণে :** পুরসভা সড়ক। **পূর্বে :** বিশ্বনাথ দেব এর ভবন (লট -বি)। **পশ্চিমে :** হাবুল অধিকারীর ভবন।	ক) ০৫.১২.২০২২ খ) ১৪.০১.২০২৫ গ) ২৯,৯৭,২৮৮.৫৪ টাকা ১০.০৯.২০২২ অনুযায়ী লোন সাপেক্ষে বকেয়া	ক) ১৯,৩৮,০০০ টাকা খ) ১,৯৩,৮০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীন বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার নথি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বেনাচিতি দুর্গাপুর শাখা থেকে কাজের দিন ওয়েবসাইট : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

ডাক/টেন্ডার নথি বিক্রি	১৪ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত (শনিবার ব্যতীত (২য় এবং ৪র্থ) রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলি)
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	১৪ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঘোষণা, কেওয়াইসি নথি এভং ইএমও সহ	২৭ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত।

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://banknet.com & https://psballiance.com এবং ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET প্ল্যাটফর্ম)। হেল্প ডেস্ক - টোল ফ্রি নম্বর +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank ...the name you can BANK upon!

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড,
পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল : comurshidrec@pnb.bank.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩(১) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত]
ক্যাপশনযুক্ত নোটিশটি এ.ডি./ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুল ৩ (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২) এর অধীনে পড়া ১৩(১২) সেকশন এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারের কাছে (পরবর্তিতে এখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লিখিত তাদের অ্যাকাউন্ট হিসাবে নীচে দেওয়া বিশদ অনুসারে সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্ট গুলি 'নন পারফরমিং অ্যাসেটস' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এডি./স্পিড পোস্টের সাথে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো নোটিশটি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফিরে এসেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার তার জারি করা ডিমান্ড নোটিশের পরিষেবা এড়িয়ে চলেছেন। এই ধরনের নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতা চাইলে, সাধারণ কাজের সময় যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।
উপরোক্ত ক্ষেত্রে, এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদানের জন্য ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আবারও নোটিশ দেওয়া হল, নিম্নে নির্দেশিত অর্থ, তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে প্রযোজ্য আরও সুদের সাথে উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে বিশদ হারের সাথে মূল্য, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন নিরাপত্তা নথির অধীনে, নিম্নলিখিত সম্পদ রয়েছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দ্বারা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক আছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার পূর্বোক্ত হিসাবে ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক ১৩(৪) এর অধীনে নেওয়া বা না নেওয়া হোক না কেন সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে উল্লিখিত আইনের এবং প্রযোজ্য নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের (দের) মূল্যে এবং পরিণতির ঝুঁকিতে।
এই আইনের অধীনে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। যে কোন ব্যক্তি সেখানে প্রণীত বিধির উল্লিখিত আইন লঙ্ঘন করলে আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তি এবং/অথবা শাস্তির জন্য দায়ী থাকবে। নোটিশটি আপনার ঝুঁকি এবং মূল্যে আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই জারি করা হয়।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা(দের)/ জামিনদার(দের) নাম খ) যে শাখা থেকে সুবিধাগুলি নেওয়া হয়েছিল	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) এনপিএ এর তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **আশরাফ আলী মন্ডল,** পিতা- আলী আসগর মন্ডল; **তহমিনা বেগম,** স্বামী- আশরাফ আলী মন্ডল। খ) **গোরাবাজার শাখা (Sol ID: 082220)।**	পার্ট-১ (অস্থাবর সম্পত্তির হাইপোথেকেশন) নেই। পার্ট-২ (স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক) সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- অযোধ্যানগর, জে.এল. নং ৮৯, থানা- বহরমপুরে অবস্থিত; যার এল.আর. দাগ নং ৬২০, আর.এস. ১১০৫/১০০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৯১১, এলাকা ০.১২৫ ডেসিমেল এবং এল.আর. দাগ নং ৬২০, আর.এস. ১১০৫/১০০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৫, এলাকা ১.৫০ ডেসিমেল; অর্থাৎ সর্বমোট ১.৬২৫ ডেসিমেল বাস্তু (বাড়ি) জমি, যা বহরমপুর পৌরসভা, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত এবং ডি.এস.আর.-১ মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত ১৪.০৫.২০২০ তারিখের ২৫০১ নং বিক্রয় দলিল মূলে **তহমিনা বেগম,** স্বামী- আশরাফ আলী মন্ডল এবং আশরাফ আলী মন্ডল, পিতা- আলী আসগর মন্ডলের নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি-** উত্তরে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- শীর্ষেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি, পশ্চিমে- প্রণবেশ প্রামাণিক এবং প্রেমানন্দ প্রামাণিকের বাড়ি।	ক) ১৬.১২.২০২৫ খ) ২৮.১১.২০২৫ গ) ১৬,৫৭,১৩৮.২৬ টাকা (ষোলো লক্ষ সাতান্ন হাজার একশত আটত্রিশ টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা মাত্র) ৩০/১১/২০২৫ অনুযায়ী। আপনি উপরোক্ত অংকের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকবেন।

নথিপত্রের তালিকা (সমস্ত সম্পূরক নথিপত্র এবং বন্ধক তৈরির প্রমাণ সহ নিরাপত্তা নথিপত্রের বিবরণ)

ক্র. নং	নথির নাম	নিরাপত্তার প্রকৃতি	সুরক্ষিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মালিকানা দলিল জমাদানের মাধ্যমে মর্টগেজ সংক্রান্ত টাইটেল ডিড রেজিস্টারে নমুনা ভুক্তি।	নিরাপত্তার প্রকৃতি	১৭,১০,০০০.০০ টাকা
২.	১৪.০৫.২০২০ তারিখের ২৫০১ নং নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধক	১৭,১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বা মালিকানা দলিল জমাদান সংক্রান্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের নমুনা।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধক	১৭,১০,০০০.০০ টাকা

তারিখ: ০৯.০১.২০২৬
স্থান: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং. ১ থেকে ১০	অনলাইন: ২৮.০১.২০২৬	দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]

ক্র. নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স তহুরা ড্রেসেস (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- ইব্রাহিম শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মৃত জমিরউদ্দিন শেখ, গ্রাম - বড়ুয়া পশ্চিমপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯	মৌজা- বড়ুয়া, জেএল নং ৬০, আরএস প্লট নং ২২৮৭, এলআর ২৩১৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৩৫ -এর অধীন ৩.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৮৪৩৩ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙার অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ইব্রাহিম শেখ,** পিতা- মৃত জমিরউদ্দিন শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ১১.০৮.২০২২ গ) ৮,৮৭,৭৪৮.০০ টাকা **(আট লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ১০.০২.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ,** সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৫,৩৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৩,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40470383	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্টের নাম- মেসার্স গ্লসি গার্মেন্টস** **মেসার্স গ্লসি গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী- মহঃ তারিফ হোসেন, এনএইচ ৩৪, বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **মহঃ তারিফ হোসেন (জামিনদার),** পিতা- জহিরউদ্দিন শেখ, গ্রাম- পূর্বপাড়া, পোঃ- ঝুনকা, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- ঝুনকা, জেএল নং ৪৮, এলআর প্লট নং ২৬৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৮৩, যার পরিমাপ ২.৮৩ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। ভাবতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৭২৯৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মোঃ তারিফ হোসেন,** পিতা- জহিরউদ্দিন শেখ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ৫,৩৩,৯৮৫.০০ টাকা **(পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা মাত্র) ১৯.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৯,৪৪,১০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪১০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40335752	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- জাহাঙ্গীর আলম** **জাহাঙ্গীর আলম (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আহসানউল্লা শেখ, গ্রাম- মারুই বাজার, দর্জিপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **মুসাম্মাত সুফিয়া খাতুন (জামিনদার),** স্বামী- আহসানউল্লা শেখ, গ্রাম- মারুই বাজার, দর্জিপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩।	জমি ও একতলা আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বেলডাঙা, জেএল নং ৫১, প্লট নং আরএস ৮৯৪, এলআর ১৯৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৮৯৯১, যার পরিমাপ ৩.৩ ডেসিমেল। জমির ধরন- ভিটি। বেলডাঙা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ২১২/৫এন, দর্জিপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৯, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৮ সালের ৭২৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মুসাম্মাত সুফিয়া খাতুন,** স্বামী- আহসানউল্লা শেখ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ২,২৮,৯৬২.৯১ টাকা **(দুই লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শো বাষট্টি টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) ১৯.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ৩১.০৫.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৪,৯৮,৫০০.০০ টাকা খ) ১,৪৯,৮৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU46774949	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪.	**শাখার নাম: জগন্নাথপুর (১৮০৩২০)** **এ/সি নাম- সাইফুল ইসলাম** **সাইফুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - আন্নাস শেখ, গ্রাম - লালনগর, পোঃ- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪ **নার্গিস বিবি (জামিনদার)** স্বামী - সাইফুল ইসলাম, গ্রাম - লালনগর, পোঃ- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪।	মৌজা- লালনগর, জেএল নং ২০, এলআর প্লট নং ৫৫৮৪, ৫৫৮৫, এলআর খতিয়ান নং ৬৯৫২-এর অধীন ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। হুমায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এর অধীন। ২০১৩ সালের ৬৯৮ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর হরিহরপাড়া এবং ২০১৫ সালের ৫৬২৪ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: সাইফুল ইসলাম,** পিতা- আন্নাস শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৯.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ৪,৭০,৮১৭.৪৩ টাকা **(চার লক্ষ সত্তর হাজার আটশো সতেরো টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৭.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,৭০,৮০০.০০ টাকা খ) ১,২৭,০৮০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40317522	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৫.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **মহঃ সেলিম রেজা (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা - মহঃ আবুল কাসেম,** গ্রাম - নতুন রমোনা, পোঃ- বাজুপুর মধুপুর, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮।	মৌজা-বাজুপুর মধুপুর, জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং এলআর ৮০৭৬, দাগ নং এলআর ১৬৪, ১৬৭-এর অধীন ৯.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। গ্রাম- নতুন রমোনা, পোঃ- বাজুপুর মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ সেলিম রেজা** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৮.০১.২০২২ গ) ১৬,৫১,৮৮৯.০০ টাকা **(ষোলো লক্ষ একান্ন হাজার আটশো উননব্বই টাকা মাত্র) ০৯.০৮.২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১০,৫৯,৩০০.০০ টাকা খ) ১,০৫,৯৩০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU20685185	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৬.	**শাখার নাম: জগন্নাথপুর (১৮০৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: সাইয়েদ ফার্টিলাইজার** **মেসার্স সাইয়েদ ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **সিরাজুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আবদুর রহমান, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **মার্জিনা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- তাজপুর, পো.- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	জগন্নাথপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জে.এল. নং ২৬, এল.আর. প্লট নং ২৩৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪৮৬, জমির পরিমাণ ৫ **ডেসিমেল,** জমির প্রকার- বাড়ি, হুমায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ -এ নিবন্ধিত ২০১১ সালের ৪৮৫৫ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: সিরাজুল ইসলাম,** পিতা- আবদুর রহমান **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৫,১১,৩২৩.৩৫ টাকা **(পাঁচ লক্ষ এগারো হাজার তিনশত তেইশ টাকা এবং পয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ সহ।	ক) ৬,২৫,৫০০.০০ টাকা খ) ৬২,৫৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40433035	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৭.	**শাখার নাম: পাটিকাবাড়ী (০৯৩১০)** **এ/সি নাম- মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস** **মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** **মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী,** পিতা - মৃত জিল্লার রহমান বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২ **টুটুল বিশ্বাস (জামিনদার)** পিতা - মৃত জিল্লার রহমান বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২ **জাহানারা বিবি (জামিনদার)** স্বামী - মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬২।	মৌজা- পাটিকাবাড়ী, জেএল নং ৩৬, প্লট নং ২৮৩৮, এলআর ৩৩৪৬, এলআর খতিয়ান নং ৭২২৫, ৭২২৮ -এর অধীন মোট ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - বাড়ি। পাটিকাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২-এর অধীন। ২০১২ সালের ২৯৭৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, আমতলা (নওদা), মুর্শিদাবাদ-এর অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস, ২. টুটুল বিশ্বাস,** উভয়েরই পিতা- মৃত জিল্লার রহমান বিশ্বাস। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৪.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ৬,৬৭,০৬৫.৫০ টাকা **(ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার পঁয়ষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ১৪.০৩.২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ০২.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, এছাড়া তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ১৫,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU15282407	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৮.	**শাখার নাম: আমতলা (০৭৮৯২০)** **এ/সি নাম- শঙ্কর মণ্ডল** **শঙ্কর মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- সুখেন মণ্ডল, গ্রাম- খানপুর, পোঃ- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১।	জমি ও দ্বিতল বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- মধুপুর, জেএল নং ১৮, প্লট নং আরএস ও এলআর ৩৫১৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৬৮৮, যার পরিমাপ ৮ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, খানপুর, মণ্ডল পাড়া, পোঃ- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২-এর অধীন। ২০১২ সালের ৩৭১৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, আমতলা (নওদা), মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: শঙ্কর মণ্ডল,** পিতা- সুখেন মণ্ডল। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২২ খ) ২০.১০.২০২২ গ) ৭,৫৫,৯২৬.১৪ টাকা **(সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শো ছাব্বিশ টাকা এবং চৌদ্দ পয়সা মাত্র) ২৪.০৫.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ০২.১০.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ, এছাড়া তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১৭,৮৪,৭০০.০০ টাকা খ) ১,৭৮,৪৭০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40328504	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৯.	**শাখার নাম: পাঁচথুপি (০৬১৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: তিলোত্তমা ফরেন লিকার অন শপ** **তিলোত্তমা ফরেন লিকার অন শপ** স্বত্বাধিকারী- তিলোত্তমা চন্দ্র দে, গ্রাম ও পো.- কালেশ্বর, থানা- ময়ূরেশ্বর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৮ **তিলোত্তমা চন্দ্র দে (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- রাজ কুমার চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২ **জামিনদার (গণ): ১) রাজ কুমার চন্দ্র** পিতা- কীর্তি চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২ **২) সাথী ঘোষ** স্বামী- কেশব চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পো.- ফতেপুর, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২	মির্জাপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ১১৫, এল.আর. প্লট নং ৯৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৩১, জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল, জমির প্রকার- ভিটি, বুড়োয়ান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বুড়োয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর পাঁচথুপি-তে নিবন্ধিত **২০১৭ সালের ৪৬৩৩ নং দানপত্র দলিল** অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: রাজ কুমার চন্দ্র,** পিতা- কীর্তি চন্দ্র **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০৩.১২.২০২২ খ) ২৮.০৩.২০২৩ গ) ১০,০৮,৩৬৪.৭২ টাকা **(দশ লক্ষ আট হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ০৩.১২.২০২২ অনুযায়ী** ২৬.০৪.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ, এছাড়া তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ৯,৮১,৯০০.০০ টাকা খ) ৯৮,১৯০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBKZT004949	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১০.	**শাখার নাম: বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **এ/সি নাম- নাসিমা খাতুন** **নাসিমা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা ১:** স্বামী - মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম - রায়পুর, পোঃ- নাতুনপাড়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫। **ঠিকানা ২:** স্বামী - মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৩, জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, মহারাজা সিরিশ চন্দ্র রোড, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩ **জামিনদার- মহঃ জাহাঙ্গীর আলম** **ঠিকানা ১:** পিতা - মৃত মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- খরগ্রাম, পোঃ- তালসুর, থানা-হরিশচন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫ **ঠিকানা ২:** পিতা - মৃত মহঃ ইয়াসিন, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৩, জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, মহারাজা সিরিশ চন্দ্র রোড, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩	মৌজা- গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং আরএস ও এলআর ২০৪৩, খতিয়ান নং আরএস ১১২০, এলআর ৫০৩৮-এর অধীন ১৯.০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। জমির ধরন - ভিটি। এবং প্লট নং আরএস ও এলআর ২০৮৩, খতিয়ান নং আরএস ৫১৫, এলআর ৫০৩৮ -এর অধীন ২.৪৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - ভিটি। এই দুটি প্লটের ওপর হোল্ডিং নং ২৩, মহারাজা সিরিশ চন্দ্র রোড, ওয়ার্ড নং ১২, বহরমপুর পৌরসভার অধীন, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এ অবস্থিত জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বৃজি৫ তলা ভবনের ৫ম ফ্লোরের ৩ নং ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১০৫০ বর্গফুট। ২০১৬ সালের ১৪৬৩ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, সদর জেলা মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। ১) নাসিমা খাতুন, স্বামী- মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম- রায়পুর, পোঃ- নাতুনপাড়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫, ২) মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মৃত মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- খরগ্রাম, পোঃ- তালসুর, থানা- হরিশচন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫ - এর নামে । **স্বত্বাধিকারী: ১. নাসিমা খাতুন, ২. মহঃ জাহাঙ্গীর আলম** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৩.১২.২০২৪ খ) ০২.০৫.২০২৫ গ) ১০,৯৫,৪০৪.২৮ টাকা **(দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশো চার টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র) ৩০.১১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	ক) ২৯,০৭,৯০০.০০ টাকা খ) ২,৯০,৭৯০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA37761170	ক) ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী গ্রহণ বা সব নিলামের ডাক প্রত্যাখ্যান করার, যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয়, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/মুলতবি/বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪. ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া / আনুষঙ্গিক খরচ/ অন্যান্য বকেয়া বহন করতে হবে।
৫. **নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি ২৮.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত https://baanknet.com ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।**
৬. **বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx দেখুন।**
৭. **বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৮.০১.২০২৬
স্থান: বহরমপুর
শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব শুরুর আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

'জয় সোমনাথ! আজ থেকে সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব শুরু হচ্ছে।' বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় কিছু ছবি-সহ এ কথা লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লিখেছেন, 'এক হাজার বছর আগে, ১০২৬ সালের জানুয়ারিতে, সোমনাথ প্রথম আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল। ১০২৬ সালের আক্রমণ এবং তার পরবর্তী আক্রমণ লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরন্তন বিশ্বাসকে হ্রাস করতে পারেনি, বা বারবার সোমনাথকে পুনর্নির্মাণকারী সভ্যতার চেতনাকে ভেঙে দিতে পারেনি। আমি সোমনাথে আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণের কিছু ছবি শেয়ার করছি। আপনি যদি সেখানে গিয়ে থাকেন, তা হলে **#Somnath Swabhiman Parv** ব্যবহার করে শেয়ার করুন।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- **Two No. of works : Construction of addition SWM Vehicle shed with Office Room near Polytechnic College in Ward No. 13 and Construction of Secondary Point for SWM at Gobindapur in ward No. 17 within Ghatal Municipality under SWM Fund. NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-14e/2025-26, Dated: 07.01.2026, Tender ID is 2026_MAD_984992_1 and 2.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

1. Drain R.C.C. Slab.
Tender reference: 178/B.M./2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Bid Submission Start date- **08.01.2026 at 18.00.** Prebid meeting date- **20.01.2026 at 14.00.** End date- **27.01.2026 at 14.00.** Bid opening date- **27.01.2026 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 07/2025-26, dated- 07.01.2026

Vide Memo No. 015/004/03/04/19(16), dated-07.01.2026

WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of **Repairing and upgradation work of Poultry House at Jhargram unit under WBCADC Debra Project, Kapgari-Seva Bharati, Dist: -Jhargram during F.Y 2025-26** vide E-NIT No. 07/2025-26, dated- 07.01.2026. Estimated Cost for the work : **₹ 1,44,946.00.** The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **24.01.2026** up to **6:30 P.M.** by downloading through website: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submitted online through our e-Portal up to **6:30 P.M.** on **24.01.2026.**

Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ২৩৮_২০২৫-২৬, তারিখ ০৬.০১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [**ডিইএন/এসপিএল/হাওড়া**-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ** ঃ হাওড়া ডিভিসনে স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে (৫৩টি স্থানে) পাড়-এর স্থায়িত্ব পর্যালোচনার জন্য জিওটেকনিকাল অনুসন্ধান। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৮৬,৩০,৫২০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ** ঃ ১,৭২,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** ঃ শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ০৩ (তিন) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ২৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান** ঃ ই-টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-520/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 06/2025-26, dated- 07.01.2026

Vide Memo No. 015/004/03/04/18(16), dated-07.01.2026

WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of **Repairing and upgradation work of Duckery House with construction of New Run at Jhargram unit under WBCADC Debra Project, Kapgari-Seva Bharati, Dist: -Jhargram during F.Y 2025-26** vide E-NIT No. 06/2025-26, dated- 07.01.2026. Estimated Cost for the work : **₹ 3,29,711.00.** The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **24.01.2026** up to **6:30 P.M.** by downloading through website: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submitted online through our e-Portal up to **6:30 P.M.** on **24.01.2026**.

Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

e-Tender

E-tenders are invited with in **21.01.2026 for** purchase of books utilizing fund receivable from Higher Education Department, Govt. of West Bengal. **Tender ID: 2026_SAMV_985665_1.** For details and submitting e-tenders please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Benches in Ward No.- 06 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: 276/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Last date and time of receiving application- **15.01.2026 at 12:00 PM.** Last date and time of purchasing for Tender documents- **16.01.2026 at 02:00 PM.** Date and time for dropping of Tender documents- **20.01.2026 at 02:00 PM.** Date and time Opening of Tender documents- **20.01.2026 at 04:00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Ghat in Ward No. - 07 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/275/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007124_1, Bid Submission Start date- **08.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **13.01.2026 at 14:00.** 2. End date- **19.01.2026 at 17:55.** 3. Bid opening date- **21.01.2026 at 17:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Baor par Bathing Ghat in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/274/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007118_1, Bid Submission Start date- **08.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **13.01.2026 at 14:00.** 2. End date- **16.01.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **19.01.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

1.Construction of Surface Drain & C.C.Road in booth 209 & 205 at ward no-12 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
1. WBMAD/NIeT/143/BM/2025-26/APAS/D(3rd Call)
Date: 08.01.2026
2. WBMAD/NIeT/144/BM/2025-26/APAS/D(3rd Call)
Date: 08.01.2026
1. Tender ID: 2026_MAD_5007167_1
2. Tender ID: 2026_MAD_5007174_1
1. Bid Submission Start date **08.01.2026 at 6.55 PM.** 2. Prebid meeting date **15.01.2026 at 02.00 PM.** 3. End date- **19.01.2026 at 06.00 PM** 4. Bid opening date- **21.01.2026 at 06.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল,
৮৪/১এ, তোপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখিত কার্যবিবরণী শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দূরবর্তী ভোটদানের মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে এবং উক্ত নোটিশ প্রেরণের কাজ মঙ্গলবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ভোটদানের সময়কাল মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে এবং বুধবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। উপরোক্ত নোটিশ এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী কোম্পানির ওয়েবসাইট http:/www.wpil.co.in/investor-services.php এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট http:/www.evoting.nsdl.com এ পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ সাথে বা এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লি. এর সাথে যথাক্রমে টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ৪০৭২ ৪০৫১-৫৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০১.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং : (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

সংশোধনী

উল্লেখ্য এই সংবাদপত্রে ১৩.১২.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত **মেসার্স বায়োমেড ডায়াগনোস্টিক অ্যান্ড মেসার্স বার্নপুর ইলেক্ট্রিক্যালস** এর দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পদ ই-নিলাম বিক্রয়ের নোটিশ সেখানে সারফেসি আইন এবং রুলস এর সংস্থান অধীনে বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা মেসার্স অ্যাড. পয়েন্ট দ্বারা **দায়বদ্ধ চুক্তির** পরিবর্তে উল্লেখ্য সারফেসি আইন এবং রুলস পড়া যাবে না এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট সংশোধনী বিনিয়োগকারীগণের কোনও বাধ্যবাধকতার মধ্যে গণ্য হবে না।
বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে এবং অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Ghat & Tin shed in Ward No. - 06 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/273/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007107_1, 2026_MAD_5007107_2.
Bid Submission Start date- **08.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **13.01.2026 at 14:00.** 2. End date- **16.01.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **19.01.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Ghat in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/272/BM/2025-26/APAS
Date: 08.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007090_1. Bid Submission Start date- **08.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **13.01.2026 at 14:00.** 2. End date- **16.01.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **19.01.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

TENDER NOTICE

Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 04(NIET)/ KGP/ 2025-26 (2nd call), 05 (NIET)/ KGP/2025-26 (2nd call), 06 (NIET)/ KGP/2025- 26 (2nd call) Dated-05/01/2026** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under Amader Para Amader Samadhan Last Date of submission & sale of Tender Paper from **05/01/2026 up to 18 hrs. to 13/01/2026 up to 10.30 hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.

Sd/- Pradhan
Khargram Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3056, Dt. 05/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-122/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **20/01/2026 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3055, Dt. 05/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-121/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **20/01/2026 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ : ২৮.০১.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০১.২০২৬** তারিখে '**যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৩৮,৭২,০০,০০০ টাকা (আটত্রিশ কোটি বাহাত্তর লাখ) এবং ৩১.০৩.২০১২ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **কে কে এন রাইস মিল প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস** ৬০বি, চৌরঙ্গি রোড, মুখার্জি এস্টেট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **খ) শ্রীমতী মনীষা নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০১.২০২৬ এবং ২০.০১.২০২৬ এবং সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তির বিস্তারিত : ফ্ল্যাট নং -২/এ (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে), পরিমাপ ৬৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩য়তল ভবনের নাম শ্রীমা, ৯৫৮, পূর্বাচল রোড, ওয়ার্ড নং ১০৬, থানা কসবা, কলকাতা ৭০০০৭৮, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	১৮,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

Recrutment Circular No. 01/2026/WBAIC Ltd. Dated: 08-01-2026

West Bengal Agro- Industries Corporation Ltd., Government of West Bengal Undertaking invites application for Recruitmen to the post of Agronomist on Contractual basis.
The details are available on the Corporation's website: (www.wbagroindustries.com)

BRAITHWAITE,S (ANGUS) EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD
ADDRESS:-BHADRESWAR, P.O-ANGUS, DIST-HOOGHLY. PIN-712221.
REGD NO- 144 HG DT.10.12.1964.

NOTICE REGARDING ELECTION OF B.O.D

It is hereby notified for all concerned that the election of B.O.D of this society is scheduled to be held on **28/02/2026**. The detail election scheduled alongwith other particulars have been published in the notice board of the society. All members are requested to take part in this said election. For any query contact the staff of the society.

(PRABIR PANDEY)
Assistant returning offier
Braithwaite,s (Angus) Employees Co-Operative Credit Society Ltd

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন
কলকাতা

নং বিডিএইচসি/কম-২/ট্রান্স-২/২০২০/০৬ — তারিখ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৬

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (পুরাতন গাড়ি বিক্রয়)

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতা অফিসের ব্যবহৃত হোয়াইট পার্ল মাইকা করলা অলটিস, উৎপাদন তারিখ ২০১২, ১৭৯৭ সিসি ইঞ্জিন, মোট ১,৪৫,৮৪৮ কিমি অতিক্রান্ত একটি গাড়ি বিক্রয়ের নিমিত্ত আগ্রহী ক্রেতাদের (প্রিভিলেজড বা নন-প্রিভিলেজড) নিকট হতে সিলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করছে। দরপত্র আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের অভ্যর্থনা কক্ষে জমা দেওয়া যাবে এবং প্রতি কার্যদিবসে সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উক্ত গাড়ি পরিদর্শন করা যাবে। বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

শর্তাবলী:

১) ক্রেতা যদি শুল্কমুক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি না হন তবে তাঁকে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধ করতে হবে;
২) কোন দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর অত্র মিশন হতে উক্ত দরপত্রদাতার অনুকূলে এ সংক্রান্ত পত্র ইস্যু করা হবে এবং নির্ধারিত দরপত্রদাতাকে এ সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নপূর্বক পত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বর্ণিত গাড়ি গ্রহণ করতে হবে।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

AIC/ACCTT/Internal Audit/ NIeT-01/25-26, Dated- 08-01-2026

e-Tenders are invited by the Deputy Chief Accounts Officer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd., 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from Kolkata based eligible Chartered Acountants firms/ Cost Accountants firm for conducting Internal Audit of the Company for the Financial Year **2026-2027 and 2027-2028.** Tender document may be downloded from **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **09-01-2026 after 10.00 am.** Bid submission end date **27-01-2026 upto 3.00 pm.**

Date: 08.01.2026 — Sd/- Deputy Chief Accounts Officer

SBI
এসবিআই নিমতিতা শাখা (০৯১৭৪)
গ্রাম - শেরপুর, পোঃঅঃ- নিমতিতা, জেলা- মুর্শিদাবাদ
পঃবঃ-৭৪২২২৪, ই-মেল: sbi.09174@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সোহোবুল সেখ, যিনি **এসবিআই নিমতিতা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (**১৫.০১.২০২৬**) **বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (**১৬.০১.২০২৬**) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সোহোবুল সেখ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৬.০১.২০২৬	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১৭.৩০০ নিট ওজন ১৫.৫৭০	১টি পুষ্প চেন

তারিখ: ০৯.০১.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: নিমতিতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৬(২) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার **প্রতীকী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১. **আদিত্য কুমার পিতা প্রদীপ কুমার (ঋণগ্রহীতা)** চকদিওয়ান, শেখপুরা, পো এবং থানা : শেখপুরা, জেলা শেখপুরা, বিহার রাজ্য, পিন - ৮১১১০৫। ২. **বীণা দেবী, স্বামী প্রদীপ কুমার (জামিনদাতা),** চকদিওয়ান, শেখপুরা, পো এবং থানা : শেখপুরা, জেলা শেখপুরা, বিহার রাজ্য, পিন - ৮১১১০৫। **অ্যাকাউন্ট নং ৭৮৪৫৯৮৮৩৫১, শাখা : টালিগঞ্জ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১ এ, (১১৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ১ বারান্দা দোতলায়, উত্তর-পূর্ব -দক্ষিণ দিকে, জি-৪ তলা ভবনে নাম উপাসনা বাই কোজিল্যান্ড, অবিভক্ত বাস্তু জমি পরিমাপ ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট এর যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, এলআর দাগ নং ৪৩৪ এবং ৪৩৪/৯৮৯, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৬১৫ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩ এবং ১১৩৪ , সিএস খতিয়ান নং ৩৮, মৌজা মন্ডলপাড়া, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৯০, তৌজি নং ৮০, পরগনা - মাগুরা, থানা বেহালা, ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,ডাক ঠিকানা : বি৩, জয়শ্রী পার্ক, থানা -বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। স্বত্বাধিকারী : শ্রী অদিত্য কুমার। **ভবন/সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **দক্ষিণে :** সিএস প্লট নং ৫২২। **পূর্বে :** প্লট নং ৪। **পশ্চিমে :** প্লট নং ২।	**ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) জানা নেই গ) ৪১,৭৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,১৭,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা চ) IDIB07845988351 ছ) ৩৫,৯৪,৩৬৩.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার তিনশ তেষট্টি টাকা) ০৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০২.০২.২০২৬ থেকে ০৯.০২.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.০২.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.BAANKNET@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৯৯০৩২৪৪৮৯৭

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০২.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting e-auction for sale of iron scrap materials within Raghunathpur Municipality (with Corrigendum Notices).

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Publication of e-auction notice	08-01-2026	2.30 PM onwards
2.	Document submissin start date	08.01.2026	2.30 P.M. onwards
3.	document submission end date and time	16.01.2026	05.00 PM
4.	Documents approval start	19.01.2026	05.05 PM onwards
5.	Document approval end	23.01.2026	06.00 P.M
6.	Auction start date	27-01-2026	10.00 AM
7.	Auction end date	27-01-2026	upto 12.00 PM

Auction ID- 2025_WB_5312.
For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in/eAuction/app**
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 08/2025-26, dated- 07.01.2026

Vide Memo No. 015/004/03/04/20(16), dated-07.01.2026

WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of **Repairing and upgradation work of Piggery House at Jhargram unit under WBCADC Debra Project, Kapgari-Seva Bharati, Dist.: -Jhargram during F.Y 2025-26** vide E-NIT No. 08/2025-26, dated- 07.01.2026. Estimated Cost for the work : **₹ 1,31,509.00.** The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **24.01.2026** up to **6:30 P.M.** by downloading through website: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submitted online through our e-Portal up to **6:30 P.M.** on **24.01.2026.**

Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী মণীশ শর্মা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	শ্রী মণীশ শর্মা (ডিন : ০৬৩৮৬৮৬৭)
২.	জামিনদত্ত কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স ইমপেরিয়াল টিউবস প্রা লি (CIN: U19202WB1981PTC033712)
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	এএইচ-৮৮, সেক্টর ২, সল্ট লেক, থানা বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১
৪.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক সিপি(আইবি)২৪৭/কেবি/২০২৪ মামলার নির্দেশ ১৯.১১.২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হয়।
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	কনকাভা রায়, IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	৭৮ বোসপুকুর পূর্বপাড়া রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০১০৭, **ইমেল : kanak1686@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য়তল, ২৫ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **ই-মেল : intelligentpg6@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	৩০.০১.২০২৬
৯.	প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট দাবি ফর্ম	**https://ibbi.gov.in/uploads/downloads/IIRP_Reg_Form_B.docx**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কলকাতা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। ঋণগ্রহীতার ঋণদাতাদের, দফা নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য এতদ্বারা আহ্বান করা হচ্ছে। ঋণদাতারা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা নিবন্ধিত চিঠির মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
কনকাভা রায়
প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ০৯.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা — **আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ৯ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

ঋতুপর্ণর ভাবনা ও ছোঁয়ায় উজ্জ্বল গৃহপ্রবেশ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

যদি ফিরে দেখা হয় ২০২৫ শে ঋতুপর্ণের আলোছায়ায় পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের 'গৃহপ্রবেশ' ছায়াছবিটি যেন প্রতিধ্বনির মতো মানসপটে ফিরে আসে বারে বার। সমাজে ঘটে চলা বহু ঘটনার মতো বর্তমান সময়েও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক সমপ্রেম বা সমকামীতার বিষয়গুলি। প্রেম এবং প্রচলিত প্রেমের বাইরে আরও এক প্রেম, প্রেমপিয়াসী মনের অব্যক্ত যন্ত্রণা, অনেক কিছু চেয়েও এক না পাওয়া অতৃপ্তি, ভালোবাসায় প্রতারিত হওয়া মনের ভেঙে যাওয়ার আর্তনাদ,এই সব কিছু মিলিয়ে ঠিক যেন নকশী কাঁথার মতো গল্পের জাল বুনেছেন চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দোপাধ্যায়। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুর্গোৎসবের প্রেক্ষাপটে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে এবং চিত্রনাট্যের সময়কালটি কলকাতার আর জি কর আন্দোলনের সমসাময়িক সময়কালকে নির্দেশ করে। উত্তর কলকাতার একটি বনেদি বাড়ির কর্তা(কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়) এবং তার স্ত্রী (সোহিনী সেনগুপ্ত) তাদের একমাত্র পুত্র শাওনের (সুপ্রভ ঠাকুর) বিবাহ দেন তিতলির(শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে। তাদের উদ্দেশ্য পুত্র এবং একমাত্র পুত্রবধূকে নিয়ে বিভিন্ন প্রচলিত প্রথা, আচার অনুষ্ঠান এবং বনেদিআনার সাথে বাকি জীবনটা সুখে এবং শান্তিতে অতিবাহিত করা। প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু ঘটা বা ঘটানো একেবারেই না পসন্দ বনেদি বাড়ির কর্তার। তাই তিনি ঋতুপর্ণের শেষের দিকের ছবি 'চিত্রাঙ্গদা' একেবারেই পছন্দ করেন না। কিন্তু তার পছন্দ বা অপছন্দে কি এসে যায়? এখানে চিত্রনাট্য এবং সংলাপের বিধাতা সম্রাজ্ঞী বন্দোপাধ্যায় অন্য গল্প লিখেছেন। তাদের একমাত্র পুত্র শাওন কর্মসূত্রে বিদেশে চলে যায় স্ত্রী তিতলিকে বাবা মায়ের আশ্রয়ে রেখে, আর ফেরেও না এবং কোনো যোগাযোগও রাখে না পরিবারের সাথে। এই চরম লাঞ্ছনাকে ভাগ্যের পরিহাস ভেবে নিলেও এখনো তিতলি পথ চেয়ে অপেক্ষা করে থাকে স্বামী শাওনের ফিরে আসার, স্বামীর বুকে মাথা রাখার। প্রৌঢ় শশুর এবং অসুস্থ শাশুড়ির দেখাশোনা, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বাড়িতে আশ্রিত শশুরের ভাগ্নে বিলুদা(রুদ্রনীল ঘোষ) এবং কাজের একটি মেয়েকে নিয়ে চলে তার দিনলিপি। সিদ্ধান্ত নেয় বাড়ির অতিরিক্ত ঘরগুলি কে হোমস্টে হিসেবে ভাড়া দেওয়ার। বনেদি বাড়ির ঠাকুরদালানে মৃৎশিল্পী ভানুর (দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত) তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপে আবাহনের প্রথম পর্বের কাজ। বাড়িতে ঢাকের বাদ্যি বেজে ওঠে, এবারের পুজোয়ও বাড়ির ছেলে শাওন বাড়ি ফিরবে না। ঝড় ওঠে, সবকিছু ওলটপালট করে দেওয়া ঝড় ওঠে মনে-প্রাণে-প্রকৃতিতে, ঝড় ওঠে তিতলির মনে-'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, ওরে সই মন বান্ধিবি কেমনে', বাড়িতে আসে হোমস্টের প্রথম অতিথি সুপুরুষ, সৌম্যদর্শনের মেঘদূত(জিতু কামাল)। বদলে যায় গল্প - বদলে যায় আবহ, প্রথম দেখাতেই একে অপরকে দেখে ভালো লেগে যায় দুজনের। কে এই আগন্তুক মেঘদূত? সেকি কোনো বার্তাবহ দূত? নাকি সত্যিই কোন মেঘ, যে মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে পারে তিতলির লাঞ্ছিত অবহেলিত এবং অতৃপ্ত নারী সত্তার উপর। দুর্গা ষষ্ঠীর দিন থেকে মহা অষ্টমীর সন্ধিপূজো পর্যন্ত কতগুলি দিন বেশ কেটে যায় গানে,গল্পে, ঘুড়ি ওড়ানো, ফটো তোলা এবং ঘুড়ির মতোই ভেসে বেড়ানোতে। মেঘদূত এবং তিতলির মধ্যে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতা নজর এড়ায় না পরিবারের কর্তার, কিন্ত অসুখী একাকিত্বে ভরা তিতলির কথা ভেবে নীরব থাকেন তিনি। মেঘদূত এর মধ্যেই যে তারা মাঝে মাঝে তাদের একমাত্র ছেলে শাওনকে দেখতে পায়। তিতলির উপর তো তাদের অগাধ আস্থা। তিতলি যে বিবাহিত এবং শাওনের স্ত্রী তা হঠাৎ জানতে পেরে ভেঙে পড়েও নিজেকে সামলে নেয় মেঘদূত। মাঝে এসে পড়ে কর্তার ভাগ্নে বিলুর জীবনশৈলী এবং ঘটনাবলী। মা দুর্গার টিপ থেকে শুরু করে আলমারিতে রাখা ডেকোরেটরের টাকা চুরির ঘটনা সমূহ। অবশেষে মাতৃসম মামিমার সাথে বিলুর আবেগতাড়িত কথোপকথনের দৃশ্যে চোখে জল আসে।এরপর আসে নবমী নিশি,মায়ের বিদায় আসন্ন, কি

কেনই বা হবে না বনেদি বাড়ির এত দিনের নিয়ম রীতি মেনে সিঁদুর খেলা? অকাল বৈধব্যসম জীবনের সব রং শুষে নেওয়া তিতলির জীবনে কি লাগবে না কোন রঙের প্রলেপ? অবশেষে ঘটনাক্রমে উঠে আসে সেই নির্মম সত্য, যা একটি গভীর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। কি খামতি ছিল তিতলির ভালোবাসায়, যা সে উজার করে ঢেলে দিতে চেয়েছিল বারে বারে, বিনিময়ে কখনো ভাগ্যের পরিহাস, কখনো অবহেলা আবার কখনো বা সমপ্রেমের মতো নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাকে।

অপেক্ষা করে আছে তিতলি এবং তার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের নিয়তিতে? কেনই বা হবে না বনেদি বাড়ির এত দিনের নিয়ম রীতি মেনে সিঁদুর খেলা? অকাল বৈধব্যসম জীবনের সব রং শুষে নেওয়া তিতলির জীবনে কি লাগবে না কোন রঙের প্রলেপ? অবশেষে ঘটনাক্রমে উঠে আসে সেই নির্মম সত্য, যা একটি গভীর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। কি খামতি ছিল তিতলির ভালোবাসায়, যা সে উজার করে ঢেলে দিতে চেয়েছিল বারে বারে, বিনিময়ে কখনো ভাগ্যের পরিহাস, কখনো অবহেলা আবার কখনো বা সমপ্রেমের মতো নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাকে। শাওন একজন সমপ্রেমী এ কথা লুকিয়ে অভিভাবকদের মন বা মান রক্ষার্থে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল তিতলির সঙ্গে। কিন্তু তার মন বা শরীর পড়েছিল অন্য কোথাও অন্য কারোর কাছে। সেই শাওনের প্রকৃত ভালোবাসার মানুষটি ছিল এই মেঘদূত। তাই শাওন ফিরে গিয়েছিল তার ভালোবাসার অংশীদার মেঘদূতের কাছে, পুত্রবধূকে দেওয়ার জন্য মায়ের দেওয়া ত্রিশূলটিও তুলে দিয়েছিল মেঘদূতের হাতে। বর্তমানে মৃত শাওনের দেওয়া উপহার গুলি ফিরিয়ে দিয়ে,শাওনের মৃত্যু সংবাদ দিতেই মেঘদূত এসেছিল শাওনের ঠিকানায়। এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হৃদয় ভাঙ্গা বেদনা নিয়ে তিতলি মেঘদূত কে বলে উঠেছিল, 'আপনি আমার কি জানেন? আমরা দুজনেই সতীন'। এই হৃদয়বিদারক গল্পের মধ্য দিয়ে ঋতুপর্ণের পরে ঋতুপর্ণের মত করে একটি বিশেষ বার্তা সমাজের কাছে উপস্থাপিত করলেন পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, সমপ্রেম কোন অপরাধ না হলেও, সমপ্রেমের বিষয়টিকে গোপন রাখতে, দুজনের এই বৃত্তে তৃতীয় কোন মানুষকে প্রবেশ করানো বা নিয়ে আসাটা শুধু অন্যায় নয় একপ্রকার অবিচারও।পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত তার এই অনন্য ঋতুপর্ণময় কাজটি কে উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ কে। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং সোহিনী সেনগুপ্ত এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে তারা অভিনয় করেছেন না বলে, তারা চরিত্রগুলি যাপন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। ঋতুপর্ণের ছবি 'তিতলি'র সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকলেও এই ছবিতে গৃহবধূ তিতলির চরিত্রটিকে যেন নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিক যেরকম ভাবে তিনি অন্তরের অতৃপ্ত এবং অব্যক্ত যন্ত্রণার অভিব্যক্তিকে পর্দায় অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, একইভাবে অন্তরের অবদমিত ইচ্ছা এবং খুশির বহিঃপ্রকাশকেও যথাযথ প্রকাশ করেছেন। ছবিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে অসাধারণ সুন্দর লেগেছে দর্শকদের। এই সময়কালে তার অভিনয় করা প্রত্যেকটি চরিত্র যেন একে অপরকে টেক্কা দেয়। মেঘদূতের চরিত্রে জিতু কামালও কামাল দেখিয়েছে এই ছবিতে। তার অসাধারণ সৌম্য দর্শন চেহারা এবং স্মার্ট অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। বন্ধ ঘরে ভেঙে পড়ার দৃশ্যেও তিনি যথেষ্ট সাবলীল এবং যথাযথ। এই ছবিতে যথারীতি আবারও মুগ্ধ করলেন রুদ্রনীল ঘোষ। অভিনয়ের ক্ষেত্রটি যে তার সহজাত, এই সত্যটি আবার প্রমাণিত। মৃৎশিল্পী ভানুর ছোট চরিত্রটিতে যথাযথ অভিনয় করেছেন দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত। তিতলির বান্ধবীর চরিত্রে স্নেহা চট্টোপাধ্যায়ও সাবলীল এবং সুন্দর। ক্যামিও চরিত্রে নজর কেড়েছেন অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে তার কোন সংলাপ ছিল না। এছাড়াও এই ছবির গল্পে ব্যবহৃত বনেদি বাড়িটিও যেন একটি নীরব চরিত্র হয়ে উঠেছে চিত্রনাট্যের সঙ্গে। কত গল্প, কত স্মৃতি, কত ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে থেকে গেছে সে। ছবির পরিচালক যখন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত তখন গানই যে এই ছবির সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে তা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে দেবায়ন ব্যানার্জীর গাওয়া 'মেঘপিয়ন' গানটি অসাধারণ সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে প্রসেনের কলমে, আরমান রশিদ খান এবং অন্তরা মিত্রের গাওয়া 'ঋতু আসে ঋতু যায়, অভিমান রয়ে যায়, সাইয়া বিনা',- ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্তের সুরে এবং প্রসেনের কলমে, শ্রেয়া ঘোষাল এবং দেবায়ন ব্যানার্জির গাওয়া 'ভালোবাসার পালে',- শ্রেয়া ঘোষাল, অরিজিৎ সিং এবং আরমান রশিদ খানের, 'গল্প হলো শুরু'প্রভৃতি গান গুলিই এ ছবির ছবির সম্পদ। প্রতীপ মুখোপাধ্যায়ের সিনেমাটোগ্রাফি অসাধারণ। ছবিটি ২০২৫ এর জুন মাসে বড়পর্দায় মুক্তি পায়, এবং পরবর্তীকালে হইচই এর প্লাটফর্মে আরো বহু দর্শক এই ছবি দেখার সুযোগ পায়। ছবির শেষ দৃশ্যটি এই ছবির দর্শকদের বিষন্ন মনকে বোধহয় একটু ভালো করে দেবে।

সিনেমায় রূপকথা ও তার বাস্তবতা এক নয়

স্বপনকুমার মণ্ডল

পরীক্ষায় ফেল করলেই যে জীবন শেষ হয়ে যায় না, বা, সাধারণ ঘরে থেকেও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করা যায়, তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের প্রাণিত করে, বিশ্বাসের বাতিঘরে আলো জ্বলে ওঠে ।আপাতভাবে বাস্তব জীবনের অবিশবাস্য সফলতার কথাই গল্পের রঙে বর্ণরঙিন মনে হয়, রূপকথার সাঁঝবাতির হাতছানি দেয় । রূপকথা আসলে তো ইচ্ছেপূরণের গল্প । তার রূপ বদলায়, কিন্তু রূপকথা হয়েই তা আকৃষ্ট করে ।বাস্তব জীবনের অবিশ্বাস্য সাফল্যের গল্পই আমজনতার কাছে রূপকথার সুবাস বয়ে আনে, লেখকের খাসতালুক থেকে সিনেমার রূপালি পর্দায় তার সচল প্রকাশ জনমানসে নিবিড়তা লাভ করে । এভাবেই ডাকাতিয়া চম্বলগ্রামের কেরানির ছেলে মনোজকুমার শর্মার দারিদ্র ও প্রতিকূলতাকে হারিয়ে এসপি হওয়ার অসাধ্য সাধনের রূপকথাই প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক বিধুবিনোদ চোপড়ার সম্প্রতি সিনেমা 'টুলেফথ ফেল' মুক্তি পেয়ে (২৭ অক্টোবর ২০২৩) দেশজুড়ে সাড়া ফেলে দেয় এবং এ বছর সিনেমাটির মুখ্য চরিত্রাভিনেতা জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন । মনোজ ক্লাস টুলেভে টুকলি করতে না পারায় ফেল করলেও ঘটনাক্রমে তাতে পরের বছর ভালো ভাবেই তা পাশ করে ক্রমশ উচ্চশিক্ষার শেষে রাজ্যে ডিএসপি হওয়ার পরীক্ষা দিতে না পেরে দিল্লিতে গিয়ে আইপিএস-এর মতো দেশের শীর্ষ স্তরের পুলিশ আধিকারিক পরীক্ষায় অবশেষে সফল হয়ে এসপি হন । তাঁর নানারকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাথেয় তথা জীবনের অপরাজেয় শক্তির আলোই সিনেমাটির জিয়নকাঠি ।অন্যদিকে সেলিব্রেটিদের বায়োপিকের হিড়িকে সিনেমাটি সাধারণের যোগে আপনাতেই ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে । সেখানে অজানা খ নির পরশমণির আলো হাতছানি দেয় ।আসলে জীবনযুদ্ধে অপরাজিত থেকে জয়ী হওয়া বা জীবনের বিচিত্র প্রকৃতির উত্তরণের গল্পই সিনেমার রূপকথায় আলোকিত হয়ে পড়ে । এরকম সাধারণে অসাধারণ বায়োপিক বা আপাতভাবে অবিশ্বাস্য ভাবে সফল হওয়ার বিচিত্র প্রকৃতির সিনেমা ইতিপূর্বেও এসেছে । যেমন, 'তারে জমিন পর'(২০০৭) 'স্লামডগ মিলোনিয়ার'(২০০৯), 'থ্রি ইডিয়ট'(২০০৯) প্রভৃতি ।আসলে বাস্তবের নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রতিকূলতা জয় করতে গিয়েই আত্মবিশ্বাস নিঃস্ব হয়ে পড়ে, স্বপ্ন উধাও হয়ে যায়, কল্পনা বেপথুগামী হয়। সেখানে সমস্ত রকমের প্রতিকূলতাকে জয় করে বিজয়ী হওয়ার গল্প স্বাভাবিক ভাবেই সাফল্যের নন্দিত ভুবনে ঘুরেফিরে আসে । অথচ সিনেমায় রূপকথা আর বাস্তব জীবনের ইচ্ছেপূরণের গল্প এক নয়। আবেগের আতিশয্যে বা সাফল্যের রঙিন চশমায় বাস্তবকে রাঙাতে গিয়ে তার আসল রঙই সংগোপনে থেকে যায় ! আসলে ব্যতিক্রমী হলেই যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনই আবার তা অনুকরণে সক্রিয় হতে পারে না ।এজন্য ব্যতিক্রমী হলে তার পরিচিতি স্বাভাবিক হলেও সাধারণে অসাধারণ হয়েই তা অস্বাভাবিকতা লাভ করে । কতশত মানুষ মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, আত্মত্যাগে ব্রতী হয়, লোকে বাহবাও দেয়, আবার তা প্রাত্যহিক জীবনে অনুকরণীয় হয় না, উদাসীনতায় উপেক্ষিত হয়ে পড়ে । চোখের সামনে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত থাকলে প্রথমে সন্দেহ করে, পরে সত্য জেনে তার সুনাম করলেও ব্যতিক্রমী ভেবে এড়িয়ে চলে । তখন 'সবাই তো আর তার মতো হতে পারে না' আপ্তবাক্য হয়ে ওঠে ।অথচ কথাটির মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকি বিস্তর । সবাই একরকম হতে চায় না, সকলের একরকম প্রতিভা বা যোগ্যতা থাকে না ।এজন্য সাধ ও সাধ্যের ব্যবধানের ফাঁকে ব্যতিক্রমীদের পরিচয় আলো হয়ে ওঠে, বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করে। যা সহজে মেলে, তার সমাদর মেলে না । আর সেখানে সাধ ও সাধ্যের বাইরে আরও একটি বিষয় অদৃশ্য থাকে ।তা হল সাধনা । সেখানে প্রতিকূলতা জয় করার জীবনপণ আত্মবিশ্বাস, নিরন্তর অধ্যবসায় ও আত্মমগ্ন সক্রিয়তা ও সত্যনিষ্ঠ অনুধ্যান ও অবিরত সংযম ও আত্মত্যাগ একান্ত জরুরি ।জাতি-ধর্ম-বর্ণ সেখানে কোনো বিষয়ই নয়, আসল হল তার সাধনা ।দস্যু রত্নাকর থেকে ঋষি বাল্মীকির মাঝে ছিল শুধু অদৃশ্য সাধনাই ।সেই সাধনাবিমুখ মানুষের কাছে সাধারণে অসাধারণ উত্তরণের কথা রূপকথার গল্প মনে হয়, আবার ব্যতিক্রমীতায় উদাসীন করে তোলে । 'অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো' বলেও সেই 'আলো'তে পথ হাঁটতে সাধারণের মন ওঠে না ।ধনের দারিদ্র সময়ান্তরে জয় করা যায়, মনের দারিদ্র কাটিয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে বড় দায় ।অনাদায়ে তা শুধু বেড়েই চলে । সেখানে শুধু মনের কথা মুখে উঠে আসে, 'আমার দ্বারা আর কিছু হবে না', কিংবা, 'সবার দ্বারা সবকিছু হয় না'র মতো অজুহাতে পলাতক মনোবৃত্তি জেগে ওঠে । সেক্ষেত্রে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে সাফল্য লাভের কথা রূপকথা মনে হয়, দারিদ্রকে জয় করে বড় লোক হওয়া বা উচ্চপদে চাকরি পাওয়াও প্রেরণা লাভের গল্পে পরিণত হয় । স্বাভাবিক ভাবেই সেসব রঙিন গণমাধ্যমে জায়গা করে নেয়, সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, শিল্পসাহিত্যে রূপান্তর ঘটে । টুয়েলভে ফেল করেও এসপি হওয়ার বায়োপিক স্বাভাবিক ভাবেই সাফল্যের বিজ্ঞাপন । সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন তার বিশেষত্বে সত্যকে রঙিন করে সৌরভ ছড়িয়ে সত্যকেই প্রকারান্তরে আড়াল করে ।তাতে সত্যের মনোহর মূর্তিকে যত প্রতিমা মনে হয়, ততই তার ফাঁক ও ফাঁকি অন্তরালে চলে যায় ।তখন মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

আসলে জীবনে অসাধ্য সাধনের গল্প বড় চিত্তাকর্ষক, বড়ই রোমাঞ্চকর । লোকে তাতে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে, বিশ্বাসের উষ্ণতায় নিজের শীতার্ত জীবনকে সেঁকে নিতে চায় ।অথচ স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে সকলেই স্বতন্ত্র মানুষ । কারও সাফল্য দিয়ে সবাইকে যেমন মূল্যায়ন করা যায় না, তেমনই সকলের মধ্যে একই ধরনের সাফল্যের হদিশ মেলানোটাও যথাযথ নয় । আবার সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখও এক নয়। কারও ব্যর্থতাই অন্যের কাছে সাফল্য মনে হতে পারে। আবার উল্টোটাও হতে পারে । কেউ পরীক্ষায় ফেল করে আবার সচেষ্ট হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে উচ্চপদে চাকরি পেলে তার সাফল্য স্বাভাবিক ভাবেই প্রেরণার উৎস হয় । আবার যে পড়াশোনায় ফেল করে তাতে ইতি টেনে বড় মাপের খেলোয়াড় থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক হতে পারে । তাতে তার ফেল করাটাই সাফল্যের সিঁড়ি হয়ে ওঠে ।শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষিত হয়ে উচ্চপদে চাকরি সাফল্যের চেয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হওয়াই তার কাছে আরও বেশি সাফল্য হতে পারে ।ফলে সবার সাফল্য এক নয়, ব্যর্থতাও আপেক্ষিক । গরিব দেশে দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে প্রতিকূলতা জয় করে জীবনে সাফল্য মেলাটাই দস্তুর ।সেখানে দারিদ্র বা প্রতিকূলতাকে বড় করে দেখাকেও সমীচীন নয় ।তাতে অদৃশ্য প্রতিভা ও সাধনাকে অস্বীকার করা হয় ।জীবনে সবকিছু পেলেই যে কেউ আইএস বা আইপিএস হতে পারে না, তা আমরা বিলক্ষণ জানি । ধনী ঘরে জন্মালেই যে পরীক্ষার সেরা রেজাল্ট বা সর্বোচ্চ নাম্বার ধরাবাঁধা নয়, তাও আমাদের অজানা নয়। সেক্ষেত্রে দারিদ্রের আধারে বা প্রতিকূলতার নিরিখে নয়, দেখা উচিত সাধনার আধারে ।দেখার বা দেখ ানোর ভ্রান্তিদোষে অসাধারণ সাফল্য শুধু মডেল হয়েই উপেক্ষিত হয়ে পড়ে, রোল মডেলে অনুপ্রাণিত করে না । শুধু তাই নয়, তাতে মডেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তার সাধনা অধরা মাধুরী হয়ে পড়ে । ইতিমধ্যেই দেশে একাধিক টুয়েলভ ফেল এসপি-র কথা সংবাদ পত্রেই উঠে এসেছে । জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান এসপিও টুয়েলভে ফেল করেছিলেন । আসলে সাধ ও সাধ্যের আধারে মডেলের চেয়ে সাধনায় রোল মডেলের পরিচয় একান্ত জরুরি ।সেই সাধনাতেই আত্মবিশ্বাসের বাতিঘরের আলো জ্বলে ওঠে ।

কুমোরটুলির শিল্পীদের জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে তৈরী হচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'কারুবাসনা'

২৩শে জানুয়ারী ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখান হবে সিনেমাটি

কুমোরটুলির মাটির গন্ধ, শিল্পীর হাতের ছোঁয়া আর একটি জীবনের শেষ প্রশ্ন;এই সবকিছুকে একসঙ্গে বুকে নিয়ে তৈরী হচ্ছে নতুন স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তকারুবাসনাদ। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিমাই ঘোষ, চয়ন দে ও গার্গী রায় চৌধুরী। অশীতিপর অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী কুঞ্জ বিহারী পাল কেবল একজন মানুষ নন;তিনি কুমোরটুলির এক জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর হাতের মূর্তি বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছেছে নিউ জার্সি, জর্জিয়া পর্যন্ত। কিন্তু এবছর দুর্গাপুজোর আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারি নিষেধে মাটির কাজে হাত দিতে না পারা কুঞ্জর জীবনে নেমে আসে গভীর দুশ্চিন্তা। তাহলে তার ঠাকুর গড়ার কাজ তাহলে শেষ করবে কে , কে বয়ে নিয়ে যাবে তার শিল্প সত্তাকে।কন্যা চারুমতী পাল না তার শিষ্য শিবেন। এই নিয়েই এগিয়ে গিয়েছে সিনেমার গল্প। ২৩শে জানুয়ারী ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখান হবে সিনেমাটি।

কুমোরটুলির শিল্পীদের জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে তৈরী হচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'কারুবাসনা'। ২৩শে জানুয়ারী ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখান হবে সিনেমাটি। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিমাই ঘোষ, চয়ন দে ও গার্গী রায় চৌধুরীর মত অভিনেতা অভিনেত্রীরা।